৪৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০
(সারসংক্ষেপ)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

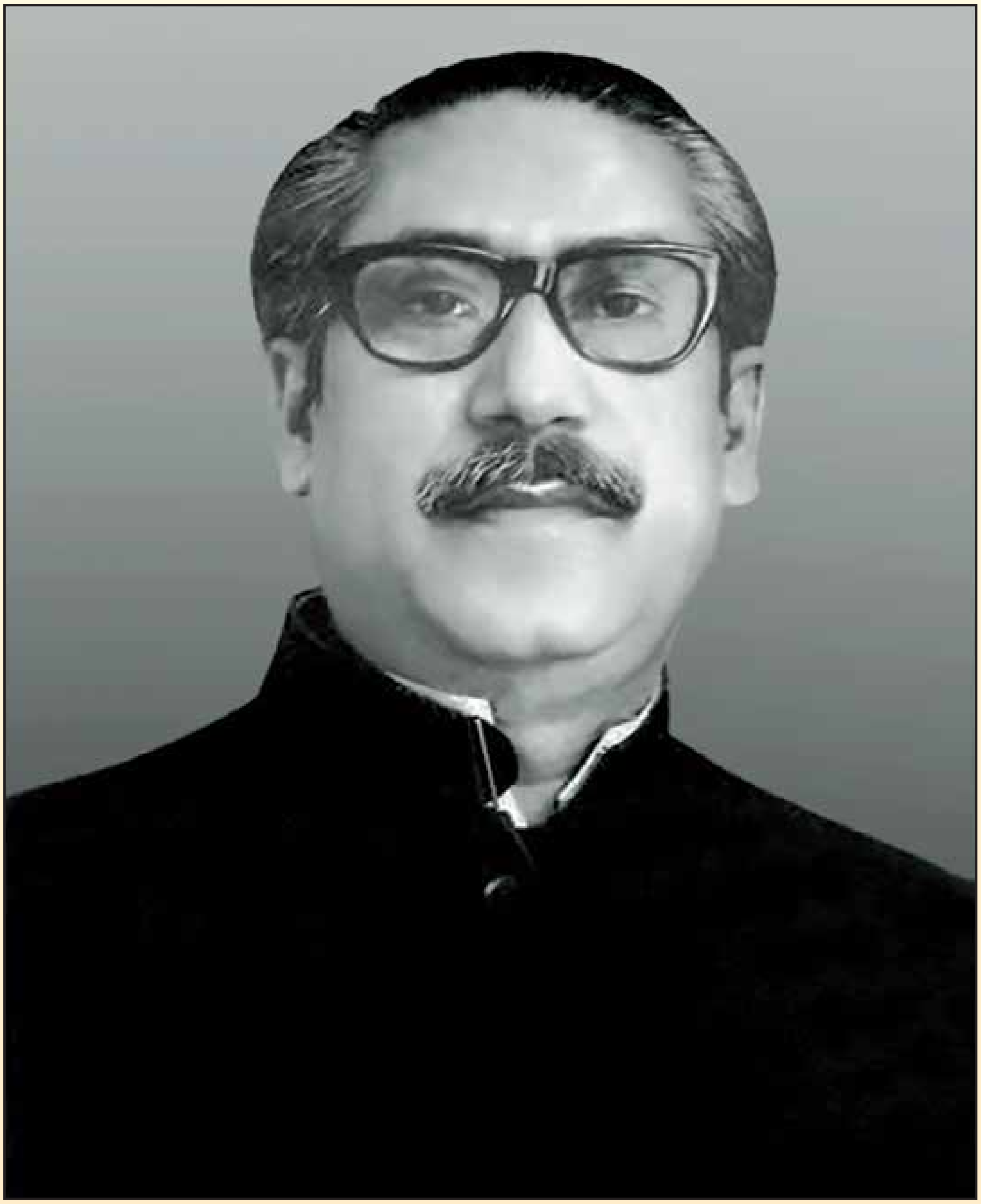

"সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"গুণগত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা মূল্যহীন। উচ্চশিক্ষা যাতে কোনভাবেই সার্টিফিকেটসর্বস্ব না হয় তা সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে।"

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

“সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাখাতে সরকারের ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়ন করে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে তুলে ধরতে পারব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে সক্ষম হব।”

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যানবৃন্দ

প্রফেসর ড. মুজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী
(১৩.০৪.১৯৭৩ - ২৫.০১.১৯৭৫)

প্রফেসর ড. এ বি এম হাবিবুল্লাহ
(১২.০২.১৯৭৫ - ০৫.০৭.১৯৭৭)

প্রফেসর ড. এম এ নাসের
(০৬.০৭.১৯৭৭ - ১৭.০২.১৯৮১)

প্রফেসর ড. এম এ বারী
(১৮.০২.১৯৮১ - ১৭.০২.১৯৮৯)

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান
(০২.০৩.১৯৮৯ - ১৮.১২.১৯৯০)

প্রফেসর ড. মোঃ শামসুল হক
(১৯.০৩.১৯৯১ - ১৮.০৩.১৯৯৫)

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
(০৮.০৪.১৯৯৫ - ০৭.০৪.১৯৯৯)

প্রফেসর ড. এ টি এম জহুরুল হক
(০৮.০৪.১৯৯৯ - ০৭.০৪.২০০৩)

প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান
(১৬.০৪.২০০৩ - ১৫.০৪.২০০৭)

প্রফেসর নজরুল ইসলাম
(০৭.০৫.২০০৭ - ০৬.০৫.২০১১)

প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী
(০৮.০৫.২০১১ - ০৭.০৫.২০১৫)

প্রফেসর আবদুল মান্নান
(০৮.০৫.২০১৫ - ০৭.০৫.২০১৯)

কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ

চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ

সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম

প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ

প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ (মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ ১৯৭৩) এর ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে '৪৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ (সারসংক্ষেপ)' জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলো –

বর্তমান কমিশন

(১০ অক্টোবর ২০২১)

চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ

পূর্ণকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম
প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ
প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের

খণ্ডকালীন সদস্য

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রফেসর ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা
উপাচার্য
রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি

মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান
এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি
উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রফেসর/ডিনবৃন্দের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

প্রফেসর সুফিয়া বেগম
ডিন, স্কুল অব এডুকেশন
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

কমোডোর এম সাজেদুল করিম
(ই), পিএসসি, বিএন (পি নং-৫৯৭)
ডিন, ফ্যাকাল্টি অব শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

ডিন
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত সচিব/সচিব পর্যায়ের পদাধিকারী ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কমিশনের সচিব

ড. ফেরদৌস জামান
সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইউজিসি

প্রাক্‌কথন

দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে বাঙালি জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেরণায় ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ দ্বারা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। আইনের ১২ নম্বর ধারায় কমিশন এবং দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কমিশন এ দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ২০২০ সালে সম্পাদিত সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশপূর্বক ৪৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষার প্রতি জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে দেশের উচ্চশিক্ষার পরিধি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫৭টি, যেখানে ৪৬,৯০,৮৭৬ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। এছাড়া আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে এবং ভবিষ্যতে এর সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে। বাংলাদেশ আজ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ এবং উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব সমাজে স্বীকৃত। উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রেখে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-সেবাখাতের উন্নয়নকে আরো এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তাছাড়া একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় বিশ্ব দরবারে একটি আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার – বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানসৃজন ও সঞ্চালনের পাদপীঠ। বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর সুবর্ণসময় অতিক্রম করছে। দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগই কর্মক্ষম। এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে একটি দক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা গেলে জাতীয় উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, রূপকল্প ২০৪১ ও শতবছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (ডেল্টা প্লান ২১০০) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দ্যুতিময় যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

দেশের যুবশক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে পারদর্শী করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের পথপরিক্রমায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার বহুমুখী সংস্কার। বৈশ্বিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, ফলভিত্তিক (আউটকাম বেইজড্) শিক্ষা ও গবেষণায় অধিকতর গুরুত্বারোপ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ ও ইউনিভার্সিটি-ইন্ডাস্ট্রি কলাবোরেশন বৃদ্ধি করা জরুরি। তাই বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য উচ্চশিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা

২০১৮-২০৩০ বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে। এছাড়া কমিশন কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) এর উচ্চশিক্ষা অংশ ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) কার্যক্রম শুরু করেছে।

কমিশনের ৪৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হালনাগাদ পর্যালোচনা, যুগোপযোগী নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকার, শিক্ষাবিষয়ক নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের ঈপ্সিত চাহিদা পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্মর্তব্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নির্ধারিত সময়ে তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করতে না-পারায় কিংবা প্রাপ্ত তথ্যে গরমিল থাকায় সেগুলো সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখনের কাজ সম্পাদনা করে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সময়সাপেক্ষ। কমিশনের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছরই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব হয়ে থাকে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব যাতে না ঘটে সেজন্য কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা ও প্রকাশ করার জন্য সম্পাদনা পরিষদসহ প্রকাশনা শাখার সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য

বাংলাদেশকে নিয়ে চিন্তা করলে যাঁর নাম ১৭ কোটি মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন বাংলাদেশের। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর স্বপ্ন। সে লক্ষ্যে একটি মেধাসম্পন্ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদানের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। ইউজিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা জাতির সামনে তুলে ধরেন। এ আইনের ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ইউজিসি প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ইউজিসি’র বার্ষিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ একটি সামগ্রিক ধারণা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-এ প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালে মাত্র ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৭টিতে। এর মধ্যে ১৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৪৬,৯০,৮৭৬ জন শিক্ষার্থী (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসহ) অধ্যয়নরত। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতায় গড়ে তোলার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, রূপকল্প-২০৭১ ও শতবছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে গুণগত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের বিস্তার ও প্রসারে ইউজিসি কর্তৃক বহুমাত্রিক পদক্ষেপসমূহ সুসংহতকরণের ভূমিকা অপরিসীম। ফলে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চশিক্ষার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনা প্রদানে শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে সকল কাজে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের অংশ হিসেবে ই-নথি চালুকরণসহ বিভিন্ন প্রকার সেবা অনলাইনভিত্তিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেবাসমূহ সহজলভ্য ও সুবিধাজনক করার জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণের ফলে ইউজিসি’র সেবা প্রদানের সক্ষমতা ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই অংশ হিসেবে রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশনের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে ইউজিসি গবেষণা সহায়ক কাজের জন্য অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ইউনিফর্মড ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার এবং ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উচ্চশিক্ষার প্রতি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার ও আন্তরিকতা থাকায় গবেষণাকর্মে উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারণ, গবেষণা ও তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষাই উন্নত বাংলাদেশের মূলমন্ত্র। গবেষণালব্ধ ফলাফল যাতে বাণিজ্যিকীকরণ এবং পেটেন্টযোগ্য করা যায়, সে ব্যাপারে ইউজিসি কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং পদ্ধতি চালুকরণ অতীব জরুরি। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ব্যবহৃত সূচক অনুযায়ী শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইউজিসি কর্তৃক প্রত্যাশিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতার কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সময়মতো তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত তথ্য ইউজিসি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করার পর্যায়ে অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করে সেগুলো সংশোধন করতে হয়। এতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ঘটে যা মোটেও কাম্য নয়। পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর একটি ডায়নামিক সফট্ওয়ারের মাধ্যমে এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে এর সাথে সম্পৃক্ত করলে বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

এই প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতির অবতারণাসহ ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, যুগোপযোগী কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করি। প্রতিবেদনটি সরকার, উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজন, গবেষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ পাঠকের ঈপ্সিত চাহিদা পূরণ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সঠিক তথ্য-উপাত্ত এবং নির্ভুলভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে আমরা সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছি। তারপরও আমাদের অজান্তে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পাদনা ও মুদ্রণে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে যায়, সেক্ষেত্রে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ সম্পাদনার জন্য সম্পাদনা পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ইউজিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে ঋণ স্বীকার করি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

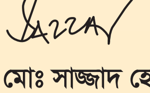

প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
প্রধান সম্পাদক, বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ
ও
সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রকাশকাল : ১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রি.

প্রকাশক
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ইউজিসি ভবন, প্লট # ই-১৮/এ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৬০১০০, ৫৮১৬০১১১
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৮১৬০২০২
ই-মেইল: chairman@ugc.gov.bd
ওয়েব: www.ugc.gov.bd

ইউজিসি প্রকাশনা নম্বর-২১৯

সম্পাদনা পরিষদ

১.	প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, চেয়ারম্যান, ইউজিসি	- প্রধান পৃষ্ঠপোষক
২.	প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সদস্য, ইউজিসি	- প্রধান সম্পাদক
৩.	প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম, সদস্য, ইউজিসি	- সদস্য
৪.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর, সদস্য, ইউজিসি	- সদস্য
৫.	প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, সদস্য, ইউজিসি	- সদস্য
৬.	প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের, সদস্য, ইউজিসি	- সদস্য
৭.	ড. ফেরদৌস জামান, সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইউজিসি	- সদস্য
৮.	জনাব মো. কামাল হোসেন, পরিচালক, রিসাপা ডিভিশন, ইউজিসি	- সদস্য
৯.	জনাব মো. শাহীন সিরাজ, উপপরিচালক, রিসাপা ডিভিশন, ইউজিসি	- সদস্য-সচিব

তথ্য সংগ্রহ, পরিমার্জন-পরিবর্ধন, বিশ্লেষণ ও গবেষণা
জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জনাব বিশ্বনাথ বিশ্বাস ও জনাব সৃজন চক্রবর্তী

মুদ্রণে
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৩
মোবাইল: +৮৮ ০১৮১৬-১০৬৬৫০

....

Annual Report 2020 (Executive Summary)
Published by The University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Plot # E-18/A Agargaon Administrative Area
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone: +88-02-58160100, 58160111
Fax: +88-02-58160202
Email: chairman@ugc.gov.bd
Web: www.ugc.gov.bd

UGC Publication Number-219

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
		এক নজরে ২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-উপাত্তের পরিসংখ্যান	১
১.		**বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন**	৫
	১.১	কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব	৫
	১.২	কমিশনের গঠন	৫
২.		**২০২০ সালে কমিশন**	৬
	২.১	কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ	৬
	২.২	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৭
৩.		**প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার**	৭
৪.		**কমিশনের সুপারিশ**	১১
৫.		**আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**	১৪
৬.		**কমিশনের গবেষণা সহায়তা কার্যক্রম**	১৫
	৬.১	গবেষণা প্রকল্প, বৃত্তি, স্বর্ণপদক, স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ	১৫
৭.		**কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিবরণী**	১৫
	৭.১	২০২০ সালের একাডেমিক গবেষণা মঞ্জুরি	১৫
	৭.২	২০২০ সালের গবেষণা প্রকল্পসমূহ	১৫
	৭.৩	২০২০ সালে কমিশনের একাডেমিক গবেষণা ব্যয়	১৫
৮.		**কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কার্যক্রম**	১৬
	৮.১	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, প্রকৃত ব্যয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী	১৬
	৮.২	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট সারসংক্ষেপ	১৭

	৮.৩	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী	১৮
	৮.৪	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট	২২
	৮.৫	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ অর্থবছরের পৌনঃপুনিক বরাদ্দের জন্য কমিশনের সুপারিশ এবং সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ	২৪
	৮.৬	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের তুলনামূলক তথ্য	২৫
৯.		**পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান**	২৬
	৯.১	২০২০ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৬
	৯.২	২০২০ সালে বিভাগভিত্তিক পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৬
	৯.৩	মানচিত্রে ২০২০ সালে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়	২৭
১০.		**২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরিসংখ্যান**	২৯
১১.		**২০২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার**	২৯
	১১.১	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার	২৯
	১১.২	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার	৩০
১২.		**২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, গবেষণা কেন্দ্র, ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত মাদ্রাসার সংখ্যা**	৩০
১৩.		**পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিগত দশ বছরের বিদেশি শিক্ষার্থীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান**	৩১
১৪.		**পাবলিক (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যাসহ) ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান**	৩২
১৫.		**পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান**	৩৩
	১৫.১	২০২০ সালে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়) ১ম বর্ষের আসন সংখ্যা	৩৩
	১৫.২	২০২০ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) ১ম বর্ষের আসন সংখ্যা	৩৩

	১৫.৩	২০২০ সালে ৫০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/ সমমান, মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি, এমফিল/পিএইচডি/সমমান পর্যায়ে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়ে	৩৪
১৬.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান	৩৪
১৭.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষণা ব্যয় ও প্রকাশনার পরিসংখ্যান	৩৫
	১৭.১	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	৩৭
১৮.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষণা ব্যয়, প্রকাশনা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	৩৮
১৯.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থীর শতকরা হার	৪২
২০.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার	৪২
২১.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার	৪৩
২২.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার	৪৪
২৩.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার	৪৫
২৪.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা	৪৭
২৫.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৪৮
২৬.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার	৪৮
২৭.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার	৪৯
২৮.		২০২০ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত) ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক শিক্ষকের পরিসংখ্যান	৫০
২৯.		পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক তুলনামূলক বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষকের পরিসংখ্যান	৫০
৩০.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা	৫১
৩১.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা	৫১

৩২.		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ ও শিক্ষক সংখ্যা	৫২
৩৩.		পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	৫২
৩৪.		২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান	৫২
৩৫.		পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপাত	৫৩
৩৬.		পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত তিন বছরের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়	৫৩
৩৭.		২০২০ সালে ৪৬টি পাবলিক ও ৯৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান	৫৪
৩৮.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য	৫৫
	৩৮.১	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমতির শর্তাবলি	৫৬
৩৯.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস, স্থাপনা ও পরিচালনার বিগত দুই বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান	৫৬
৪০.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য	৫৭
৪১.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার পদে নিয়োগের পরিসংখ্যান	৫৭
৪২.		বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট	৫৭
৪৩.		২০২০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার পরিসংখ্যান	৫৮

এক নজরে ২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-উপাত্তের পরিসংখ্যান

ক্র. নং	বিবরণ	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
১.	২০২০ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	৫০টি	১০৭টি	১৫৭টি
২.	বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	-	-	০২টি
৩.	স্থায়ী সনদপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সংখ্যা	-	০৩টি	-
৪.	নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	-	২৯টি	-
৫.	স্নাতক (পাস) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা	৪,২৮,৯৮৬টি	১,১৬০টি	৪,৩০,১৪৬টি
৬.	স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা	৬,৩৪,০৪২টি	১,৮৬,৮৯৯টি	৮,২০,৯৪১টি
৭.	স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা	২,৭১,৯০৬টি	৮৯,২৯৬টি	৩,৬১,২০২টি
৮.	২০২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	১০,৯৯,৭০৭ জন	৯৯,৭৭১ জন	১১,৯৯,৪৭৮ জন
৯.	২০২০ সালে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	৪৩,৬২,১৮৭ জন*	৩,২৮,৬৮৯ জন	৪৬,৯০,৮৭৬ জন
	(ক) ছাত্র সংখ্যা	২৪,২৩,৪১৮ জন	২,৩১,১৮৫ জন	২৬,৫৪,৬০৩ জন
	(খ) ছাত্রী সংখ্যা	১৯,৩৮,৭৬৯ জন	৯৭,৫০৪ জন	২০,৩৬,২৭৩ জন
১০.	বিদেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা	৭৬৭ জন	১,৫৫০ জন	২,৩১৭ জন
	(ক) ছাত্র সংখ্যা	৬০৭ জন	১,৩২২ জন	১,৯২৯ জন
	(খ) ছাত্রী সংখ্যা	১৬০ জন	২২৮ জন	৩৮৮ জন
১১.	বিনা খরচে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীসংখ্যা	-	৫,৪৩৭ জন	৫,৪৩৭ জন
১২.	দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী	-	২০,৭৮৯ জন	২০,৭৮৯ জন
১৩.	শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক গড় ব্যয় (একক টাকার অংকে)	১,৫৫,২৯৮.৭১	৭১,৫৩৬.০৫	-
১৪.	বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) অনুষদ/স্কুল সংখ্যা	২৬১টি	৩৯৯টি	৬৬০টি
	(খ) বিভাগ/প্রোগ্রাম সংখ্যা	১,১৯৯টি	১,৬৮৬টি	২,৮৮৫টি
	(গ) ইনস্টিটিউট সংখ্যা	১০৭টি	০৫টি	১১২টি
	(ঘ) গবেষণা কেন্দ্র সংখ্যা	১৯৫টি	-	১৯৫টি
	(ঙ) ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার সংখ্যা	০৫টি	-	০৫টি
	(চ) অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ সংখ্যা	২,৬৭২টি	-	২,৬৭২টি
	(ছ) অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত মাদ্রাসা সংখ্যা	১,৩৪৯টি	-	১,৩৪৯টি
১৫.	শিক্ষার্থীর আবাসিক হল সংখ্যা–	২৩২টি	১০৫টি	৩৩৭টি
	(ক) ছাত্র হল সংখ্যা	১৪৮টি	৫৭টি	২০৫টি
	(খ) ছাত্রী হল সংখ্যা	৮৪টি	৪৮টি	১৩২টি

ক্র. নং	বিবরণ	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
১৬.	আবসিক সুবিধাপ্রাপ্ত সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	১,০৫,৭৮৭ জন	১০,৯৩৭ জন	১,১৬,৭২৪ জন
	(ক) ছাত্র সংখ্যা	৬৩,৪৮১ জন	৭,০৪৯ জন	৭০,৫৩০ জন
	(খ) ছাত্রী সংখ্যা	৪২,৩০৬ জন	৩,৮৮৮ জন	৪৬,১৯৪ জন
১৭.	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	১৫,৪২৬ জন	১৫,২৭৭ জন	৩০,৭০৩ জন
	(ক) পুরুষ শিক্ষক সংখ্যা	১১,৩০৩ জন	১০,৩৫৮ জন	২১,৬৬১ জন
	(খ) মহিলা শিক্ষক সংখ্যা	৪,১২৩ জন	৪,৯১৯ জন	৯,০৪২ জন
১৮.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা শিক্ষক সংখ্যা	১,৩৪,৪২০ জন	-	১,৩৪,৪২০ জন
	(ক) পুরুষ শিক্ষক সংখ্যা	৯৮,৪৯৫ জন	-	৯৮,৪৯৫ জন
	(খ) মহিলা শিক্ষক সংখ্যা	৩৫,৯২৫ জন	-	৩৫,৯২৫ জন
	১৮.১ কলেজ শিক্ষক	১,১৯,৮৯৭ জন	-	১,১৯,৮৯৭ জন
	(ক) পুরুষ শিক্ষক সংখ্যা	৮৬,৩৯৩ জন	-	৮৬,৩৯৩ জন
	(খ) মহিলা শিক্ষক সংখ্যা	৩৩,৫০৪ জন	-	৩৩,৫০৪ জন
	১৮.২ মাদ্রাসা শিক্ষক	১৪,৫২৩ জন	-	১৪,৫২৩ জন
	(ক) পুরুষ শিক্ষক সংখ্যা	১২,১০২ জন	-	১২,১০২ জন
	(খ) মহিলা শিক্ষক সংখ্যা	২,৪২১ জন	-	২,৪২১ জন
১৯.	পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংখ্যা	৫,৬৫১ জন	২,৯৫০ জন	৮,৬০১ জন
	(ক) পুরুষ শিক্ষক সংখ্যা	৪,৭০১ জন	২,৫৫২ জন	৭,২৫৩ জন
	(খ) মহিলা শিক্ষক সংখ্যা	৯৫০ জন	৩৯৮ জন	১,৩৪৮ জন
২০.	শিক্ষক শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত	১:৩১**	১:২২	১:২৭
২১.	কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা	৩৫,০৮৭ জন	১২,৫৮১ জন	৪৭,৬৬৮ জন
	(ক) কর্মকর্তা সংখ্যা	৯,৯৫০ জন	৫,৪০০ জন	১৫,৩৫০ জন
	(খ) কর্মচারী সংখ্যা	২৫,১৩৭ জন	৭,১৮১ জন	৩২,৩১৮ জন
২২.	গবেষণা খাতে সর্বমোট বরাদ্দ (একক টাকার অংকে)	৭২,৯০,৬২,০০০	১১১,৭২,৯৩,০০০	১৮,৪৬৩.৫৫
২৩.	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	১,৮৪,৯৩৩ জন	২৭,৮৫৮ জন	২,১২,৭৯১ জন
২৪.	প্রকাশনার সংখ্যা	১২,৫৯০টি	৫,১৪২টি	১৭,৭৩২টি

* ৪৬টি (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা এবং বিদেশি শিক্ষার্থীসহ

** ৪৬টি (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ শিক্ষার্থীর অনুপাত

উচ্চশিক্ষায় ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা খাতে সর্বমোট ব্যয়

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	হ্রাস/বৃদ্ধি	%
(ক)	ইউজিসি কর্তৃক গবেষণা খাতে নিজস্ব ব্যয়	১১৫০.০০	১৫০০.০০	৩৫০.০০	২৩.৩৩
(খ)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে ব্যয়	৬১৯০.০০	৬৪৫৮.০০	২৬৮.০০	৪.১৫
গ) (ক+খ)	**বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক গবেষণা মঞ্জুরি খাতে মোট ব্যয়**	**৭৩৪০.০০**	**৭৯৫৮.০০**	**৬১৮.০০**	**৭.৭৭**
(ঘ)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে ব্যয়	১০০৮১.০০	১১১৭৩.০০	১০৯২.০০	৯.৭৭
(গ+ঘ)	**উচ্চশিক্ষায় গবেষণা মঞ্জুরি খাতে সর্বমোট ব্যয়**	**১৭৪২১.০০**	**১৯১৩১.০০**	**১৭১০.০০**	**৮.৯৪**

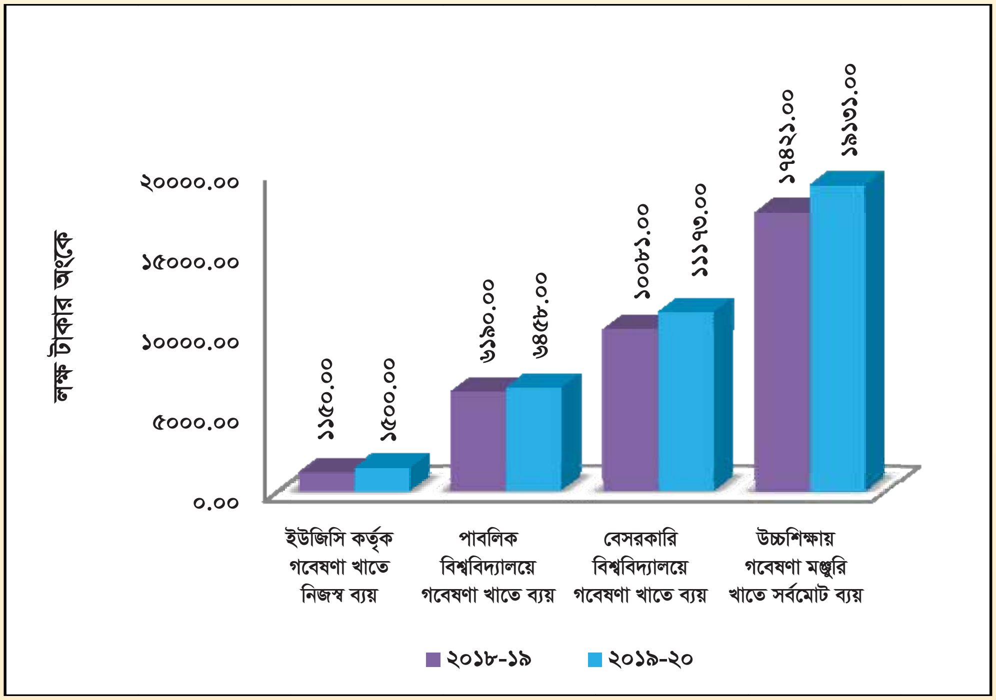

উচ্চশিক্ষায় ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা খাতে সর্বমোট ব্যয়

ইউজিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা খাতে মোট ব্যয়

(লক্ষ টাকার অংকে)

অর্থনৈতিক কোড ৩৬৩২১০৪	ইউজিসি প্রদত্ত গবেষণা অনুদান	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	হ্রাস/বৃদ্ধি	%
৩৬৩২১০৮(১)	কলা ও মানবিক প্রকল্প খাতে বরাদ্দ	৩৩.৭৯	৭০.০০	৩৬.২১	৫১.৭৩
৩৬৩২১০৮(২)	সামাজিক বিজ্ঞান প্রকল্প খাতে বরাদ্দ	৩৪.০৫	৫০.০০	১৫.৯৫	৩১.৯০
৩৬৩২১০৮(৪)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প খাতে বরাদ্দ	৪০৩.৪১	৪২০.০০	১৬.৫৯	৩.৯৫
৩৬৩২১০৮(৫)	ফেলোশিপ মঞ্জুরি খাতে ব্যয়	২০৪.২৫	২৫০.০০	৪৫.৭৫	১৮.৩০
৩৬৩২১০৮(৭)	গবেষণা সহায়ক ব্যয়	১৮৮.৮৯	২৮০.০০	৯১.১১	৩২.৫৪
৩৬৩২১০৮(৮)	বিশেষজ্ঞ সম্মানী (গবেষণা প্রকল্প মূল্যায়ন) বাবদ ব্যয়	২৪.১৩	৫০.০০	২৫.৮৭	৫১.৭৪
৩৬৩২১০৮(৯)	বিশেষজ্ঞ সম্মানী (সিলেবাস মূল্যায়ন) বাবদ ব্যয়	১৬.৮৯	৩০.০০	১৩.১১	৪৩.৭০
৩৬৩২১০৮(১০)	শিক্ষা সহায়ক ব্যয়	১০২.৪৫	৫০.০০	-৫২.৪৫	-১০৪.৯০
৩৬৩২১০৮(১১)	পুস্তক প্রকাশনা খাতে ব্যয়	৮.৫০	১১০.০০	১০১.৫০	৯২.২৭
৩৬৩২১০৮(১২)	বৃত্তি ও পুরস্কার বাবদ ব্যয়	১২.০৩	২৫.০০	১২.৯৭	৫১.৮৮
৩৬৩২১০৮(১৩)	উদ্ভাবনী/বৈদেশিক ট্রেনিং খাতে ব্যয়	১০৭.৫০	৫০.০০	-৫৭.৫০	-১১৫.০০
৩৬৩২১০৮(১৪)	জেএসপিএস-ইউজিসি যৌথ গবেষণা খাতে ব্যয়	১৪.০৪	১০.০০	-৪.০৪	-৪০.৪০
৩৬৩২১০৮(১৬)	জাতীয় শুদ্ধাচার (ন্যাশ: ইনটিগ্রিটি) খাতে ব্যয়	০.০০	২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০
৩৬৩২১০৮(১৭)	ইউজিসি বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ খাতে ব্যয়	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০
৩৬৩২১০৮(১৯)	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) খাতে ব্যয়	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০
৩৬৩২১০৪	**মোট গবেষণা অনুদান**	**১১৪৯.৯৩**	**১৫০০.০০**	**৩৫০.০৭**	**২৩.৩৪**

২০২০ সালে ইউজিসি কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপ, বৃত্তি ও গবেষণা সংক্রান্ত অনুদান

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	টাকা
১.	ইউজিসি প্রফেসরশিপ	০৫ জন	৪৬,৮০,০০০.০০
২.	রোকেয়া চেয়ার	০১ জন	৯,৩৬,০০০.০০
৩.	পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ	১০ জন	৬০,০০,০০০.০০
৪.	পিএইচডি ফেলোশিপ	৩৭ জন	১,৩৩,২০,০০০.০০
৫.	মেধাবৃত্তি	১০৯ জন	২৮,৩৪,০০০.০০
৬.	কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পিএইচডি (ওপেন ক্যাটাগরি)	৩৩ জন	-
৭.	অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা ও ব্যয়	১,৫৭৩টি	৭,১০,৪০,৮০০.০০
৮.	আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষক/প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট প্রদত্ত অনুদান	১৩৩ জন	৪৮,০৬,৬০০.০০
৯.	জাতীয়/আন্তর্জাতিক সেমিনার/সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য শিক্ষক/প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট প্রদত্ত অনুদান	২২ জন	৩৫,৪০,০০০.০০
১০.	বাংলাদেশের ডিগ্রির সাথে বিদেশি ডিগ্রি সমতায়ন সংখ্যা	২৯৭টি	-

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১.১ কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার গুরুত্বকে অনুধাবন করেছিলেন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১০ এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়। এই আদেশ অনুসারে কমিশনের ভূমিকা এবং দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ এবং উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

খ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করা;

গ. সরকারের নিকট থেকে তহবিল গ্রহণ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করা;

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;

ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পরীক্ষার পর সুপারিশ পেশ করা;

চ. বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ করা;

ছ. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

জ. কলেজসমূহকে উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষে বিশেষ ডিগ্রি মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

ঝ. সরকার কিংবা সরকারের অন্য কোনো আইন বলে প্রদত্ত যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করা এবং

ঞ. প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেকোনো কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা নিরূপণের জন্য কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞদল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করা।

এতদ্ব্যতীত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন এবং কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ১৯৭৩ সালের এই আদেশ অনুসারে সরকার কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ করে থাকে।

১.২ কমিশনের গঠন

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের ৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯৮ সনের সংশোধনী মোতাবেক কমিশনের গঠন নিম্নরূপ:

- চেয়ারম্যান — ১ জন
- পূর্ণকালীন সদস্য — ৫ জন
- খণ্ডকালীন সদস্য — ৯ জন

২. ২০২০ সালে কমিশন

২.১ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

চেয়ারম্যান

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(এ) ধারামতে একজন পূর্ণকালীন চেয়ারম্যান

- প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ

পূর্ণকালীন সদস্য

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(বি) এবং ১৯৯৮ সনের সংশোধিত ধারামতে পাঁচ জন পূর্ণকালীন সদস্য

- প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম
- প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন, ১৪-০১-২০২০ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. এম. শাহ্ নওয়াজ আলি, ১৬-০১-২০২০ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
- প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর
- প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, ০৩-০৯-২০২০ হতে
- প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের, ০৩-০৯-২০২০ হতে

খণ্ডকালীন সদস্য

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১) (সি) ধারামতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

- প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-উর-রশিদ আসকারী, উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০-০৮-২০২০ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম, উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ৩০-০৯-২০২০ হতে
- প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ, উপাচার্য, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম
- প্রফেসর ড. মোঃ শাহজাহান, উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ, ০৫-০৯-২০২০ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ, ০৬-০৯-২০২০ হতে

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(ডি) ধারামতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রফেসর/ ডিনদের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

- প্রফেসর ড. মোঃ ওয়ালিউল হাসানাত, ডিন, আইন স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
- প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল বাসেত, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
- প্রফেসর ড. মোঃ জুলহাস উদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান, ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(ই) ধারামতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত সচিব/সচিব পর্যায়ের পদাধিকারী ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

- সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কমিশনের সচিব

- ড. ফেরদৌস জামান, সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৮-০৩-২০২০ হতে

২.২ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

২০২০ সালে কমিশনে কর্মরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা সংখ্যা ১২২ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সংখ্যা ৬৬ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সংখ্যা ৮৭ জন। ২০২০ সালে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা সর্বমোট ২৭৫ জন।

৩. প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার গুরুত্বকে অনুধাবন করেছিলেন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০ এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়। সূচনালগ্ন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারকে নানাভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সার্বিক অগ্রগতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। দেশের বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু তদারকির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মঞ্জুরী কমিশনকে আইনের দ্বারা ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের বিস্তার ও সম্প্রসারণে কমিশন কর্তৃক গৃহীত বহুমাত্রিক পদক্ষেপসমূহ সুসংহতকরণের ভূমিকা অপরিসীম। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ ও রিও ২০$^{+}$ সম্মেলনের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সরকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অগ্রযাত্রায় কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কমিশন তদারকি সংস্থা হিসেবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ ও অভিভাবকদের ব্যয় লাঘবের জন্য গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কৃষি ও কৃষিপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইতোমধ্যে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। আশা করা যায়, সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পর্যায়ক্রমে গুচ্ছ/সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালু করা সম্ভব হবে।

১৯৭৩ সালে মাত্র ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছিল। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৭টিতে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৫০টি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৭টি), যার মধ্যে ০৪টি পাবলিক ও ০৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়নি। পাবলিক এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) ৪৬,৯০,৮৭৬ জন। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, রূপকল্প ২০৭১ ও শত বছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ৭টি ও ইনস্টিটিউট ২টি এবং বিভাগ সংখ্যা বেড়েছে ৬টি, যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে গুরুত্ব বহন করে। আলোচ্য বছরে ১০৭টি (যার মধ্যে ৮টির শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট ইনস্টিটিউট ৫টি, অনুষদ ৩৯৯টি, বিভাগ/ প্রোগ্রাম/বিষয় ১৬৮৬টি।

২০২০ সালে ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৩,৬২,১৮৭ জন, যার মধ্যে ছাত্র ২৪,২৩,৪১৮ জন এবং ছাত্রী ১৯,৩৮,৭৬৯ জন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা হারে ৫৬ ভাগ ছাত্র এবং ৪৪ ভাগ ছাত্রী। ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,২৮,৬৮৯ জন, যার মধ্যে ছাত্র ২,৩১,১৮৫ জন এবং ছাত্রী ৯৭,৫০৪ জন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীর শতকরা হারে ৭০ ভাগ ছাত্র এবং ৩০ ভাগ ছাত্রী। পাবলিক (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৬,৯০,৮৭৬ জন, যার মধ্যে ছাত্র ২৬,৫৪,৬০৩ জন এবং ছাত্রী ২০,৩৬,২৭৩ জন। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৫৭ ভাগ ছাত্র এবং ৪৩ ভাগ ছাত্রী। আলোচ্য বছরে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদেশি শিক্ষার্থী যথাক্রমে ৭৬৭ জন এবং ১,৫৫০ জন। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে ২,৩১৭ জন।

২০২০ সালে ৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয় ১,৫৫,২৯৮.৭১ টাকা। ২০২০ সালে ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয় ৭১,৫৩৬.০৫ টাকা। আলোচ্য বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচে ৩৮,৬৭৪ জন, স্কলারশিপপ্রাপ্ত ৬০,৯০৪ জন এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত ১,৬৫,৯৮০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা যাতে বিনা খরচে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এ মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর ফলে আলোচ্য বছরে সর্বমোট ৫,৪৩৭ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছে।

২০২০ সালে ৫০টি (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১,৪৯,৮৪৬ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১,০৯,৭৯৮ জন এবং মহিলা ৪০,০৪৮ জন এবং ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১৫,২৭৭ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১০,৩৫৮ জন এবং মহিলা ৪,৯১৯ জন। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১,৬৫,১২৩ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১,২০,১৫৬

জন এবং মহিলা ৪৪,৯৬৭ জন। উল্লেখ্য যে, ৪৬টি পাবলিক (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১৫,৪২৬ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১১,৩০৩ জন এবং মহিলা ৪,১২৩ জন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অলোচ্য বছরে পিএইচডি ডিগ্রিধারী ৫,৬৫১ জন, এমফিল/সমমান ডিগ্রিধারী ৯৯৯ ও অন্যান্য ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা ৮,৭৭৬ জন, যা ২০১৯ সালে পিএইচডি ডিগ্রিধারী ৫,৩৪৭ জন, এমফিল/সমমান ডিগ্রিধারী ৩,৩৮১ ও অন্যান্য ডিগ্রিধারী ৬,৭৯৬ জনসহ সর্বমোট শিক্ষক ছিল ১৫,৫২৪ জন। ২০২০ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫,১৯৪ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৭ ভাগ শিক্ষক কর্মে নিয়োজিত এবং ২৩ ভাগ শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন, যা শিক্ষার্থীদের তথা দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে।

২০২০ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) সর্বমোট হল/ডরমিটরির সংখ্যা ২৩২টি এবং সর্বমোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৩,১৪,৯৩০ জন, যার মধ্যে আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৫৭৮৭ জন, যা প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগ। আলোচ্য বছরে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫,১৯৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩,৩২৪ জনকে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ২২ ভাগ শিক্ষক আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন। ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত) সর্বমোট ৩২,৩৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ৪,৪৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন, যা প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ। ২০২০ সালে মোট আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে কর্মকর্তা ১,১৯৬ জন, যা প্রায় শতকরা ৪ ভাগ এবং কর্মচারী ৩,২৫৬ জন, যা প্রায় শতকরা ১০ ভাগ।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গবেষণা খাতকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজনেস স্টাডিজ উপ-শাখায় মোট ৬৮৫.৫৩ লক্ষ টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করেছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৫৭২.৯৬ লক্ষ টাকা। বিগত বছরের তুলনায় গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ ১১২.৫৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৯.০৬%। বর্তমান সরকার ও ইউজিসি'র নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গবেষণা ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। অগ্রগতির এই ধারা চলমান থাকলে ২০২১, ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে গবেষণা ও শিক্ষা প্রসারের মূল লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনুন্নয়ন বাজেটে সরকারি বরাদ্দ ছিল ৪২৯০.০০ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৪০০৭.৪৪ কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ৫০১৫৭৬.৮৬ কোটি টাকা এবং শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ৫২১০৩.২৭ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ০.৮৭% ও শিক্ষা বাজেটের ৮.৩৪%। আলোচ্য বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৪৬টি পাবলিক বিশবিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে মোট ব্যয় করেছে প্রায় ৭২৯০.৬২ লক্ষ টাকা এবং ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৭টি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে সর্বমোট ব্যয় ছিল ১১,১৭২.৯৩ লক্ষ টাকা।

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে গবেষণার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে বিধায় ইউজিসি'র রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার জন্য নিয়মিতভাবে গবেষণা প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি/ফেলোশিপ প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে ৫০৫টি গবেষণা প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দসহ ১০ জনকে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ, ৩৭ জনকে পিএইচডি, ১০৯ জনকে মেধাবৃত্তি, ০১ জনকে রোকেয়া চেয়ার এবং ০৫ জনকে ইউজিসি প্রফেসরশিপ

প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ, এমপিওভুক্ত কলেজ শিক্ষক এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীসহ মোট ৩৭ জন পিএইচডি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে যোগদান করেন।

বিডিরেন ট্রাস্টের আওতায় গবেষকদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৫টি (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-৩৫, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-৫৫, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-১, গবেষণা প্রতিষ্ঠান-২, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-২) প্রতিষ্ঠান ইউডিএল-এর সেবা গ্রহণ করছে। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউডিএল-এর মাধ্যমে বিশ্বের ১৩টি সুপ্রতিষ্ঠিত পাবলিশারের ৪৪,০০০ (৩১,০০০+ ই-বুকস ও ১৩,০০০+ ই-জার্নাল প্রসিডিংস)-এর অধিক সংখ্যক ই-রিসোর্সের এক্সেস পাচ্ছেন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Institutional Quallity Assurance Cell (IQAC) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অনলাইন এডুকেশনের গুরুত্ব বিবেচনায় কমিশনের এসপিকিউএ বিভাগ কর্তৃক দেশের ২৬টি পাবলিক এবং ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC-এর পরিচালকদের নিয়ে ০৩-০৯-২০২০ তারিখে "The Role of IQAC to Ensure the Quality in Online Education" শীর্ষক অনলাইন মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় গৃহীত সুপারিশ সংবলিত কার্যবিবরণী বাস্তবায়নের জন্য সকল পাবলিক এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি অনলাইন এডুকেশনের মান নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে।

উচ্চশিক্ষায় আধুনিক, যুগোপযোগী ও গুণগত পাঠক্রম প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের এসপিকিউএ বিভাগের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের মাধ্যমে Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template প্রণয়ন করে ১৫৭তম পূর্ণ কমিশন সভায় অনুমোদনের পর উক্ত OBE Template অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সকল পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। একইসাথে ইউজিসির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশন কর্তৃক প্রণীত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 শীর্ষক ১৩ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত কৌশলপত্র ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৪১টি অ্যাকশন প্ল্যান রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত অ্যাকশন প্ল্যানসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত মনিটরিং কমিটির ০৭-০৯-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত Residential Pedagogical Academy এর পরিবর্তিত নামে University Teacher's Training Academy (UTTA) প্রতিষ্ঠা, Central Research Laboratory স্থাপন ও National Research Council গঠনের বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP) প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত, জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের সুপারিশ এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এসকল সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নততর হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে।

৪. কমিশনের সুপারিশ

একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ সাধনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নরূপ সুপারিশ করছে-

(১) স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের পথপরিক্রমায় দেশে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ওপর গুরুত্বারোপ করে বর্তমান সরকার দেশের প্রতি জেলায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। ফলে বর্তমানে দেশে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ১৫৭টিতে উপনীত হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধিত কলেবর ও উদ্ভূত নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যমান অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সামগ্রিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি করা কমিশনের পক্ষে দুরূহ হয়ে পরেছে। উপরন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের আইনি ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রতিনিয়ত অনুভূত হচ্ছে। কাজেই আর্থিক বরাদ্দ ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ কমিশনকে আইনগতভাবে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী করা অতীব জরুরি।

(২) দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করতে ইউনিভার্সিটি টিচার্স ট্রেনিং একাডেমি (University Teachers' Training Academy), উন্নতমানের গবেষণা করার জন্য সেন্ট্রাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (Central Research Laboratory) ও গবেষণার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল (National Research Council) প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 এর অংশ হিসেবে ইউজিসি'র উদ্যোগে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে।

(৩) বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কমিশন, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে বৈশ্বিক র‍্যাংকিং নির্ধারণী সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতিমালা প্রণয়নকরা জরুরি হয়ে পড়েছে। উপরন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান যথাসময়ে কমিশন এবং বৈশ্বিক র‍্যাংকিং কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করাও প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৪) তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রসারের ফলে গ্র্যাজুয়েটদের চতুর্থ-শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তুলতে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ-শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইউনিভার্সিটি ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কোলাবরেশন বৃদ্ধিসহ চাহিদাভিত্তিক (demand based), উদ্দেশ্যমুখী (goal oriented) ও ফোকাস ওরিয়েন্টেড (focus oriented) প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

(৫) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-২০৩০) বাস্তবায়নে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মানসম্পন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষায় নারী-পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি-৪ (SDG-

4)-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা খাতে ইউনেস্কোর (UNESCO) সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত ও গবেষণাগারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক বরাদ্দ রাখার পাশাপাশি ফলাফলভিত্তিক (outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন করা যেতে পারে।

(৬) দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট প্লাটফর্ম তৈরির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে Enterprise Resource Planning Software (ERP software) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করা জরুরি। ইচ্ছেমতো আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের বিদ্যমান আর্থিক নিয়মাবলির ব্যত্যয় ঘটছে, যা কমিশনের নিকট পরিদৃষ্ট হয়েছে। এ কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রেখে একটি ‘সমন্বিত আর্থিক নীতিমালা ও ম্যানুয়েল’ প্রণয়নের জন্য ইউজিসি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(৮) দেশে উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের মাত্র ০.৮৭ শতাংশ, যা যেকোনো বিচারেই অপ্রতুল। কাজেই জাতীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষায় খাতওয়ারী বরাদ্দ চিহ্নিত করে কমিশন কর্তৃক চাহিত অর্থ সংস্থানের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অধিকন্তু সরকার কর্তৃক অনুমোদিত Stgrategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 (SPHE 2018-2030) অনুযায়ী ২০২২ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ২% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৬% বরাদ্দ রাখার বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

(৯) উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি ও সমুন্নত রাখতে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়ন একটি অভিন্ন নীতিমালার ভিত্তিতে হওয়া সমীচীন। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে ‘ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণী নির্দেশিকা’ অনুমোদন করেছে। এ নির্দেশিকার আলোকে একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে।

(১০) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০’ যথেষ্ট নয় বিধায় এটিকে আরো যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকরির সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার নিমিত্ত উপযুক্ত বেতন কাঠামো এবং চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ কারতে পারে।

(১১) ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০’ অনুযায়ী ইউজিসি কর্তৃক নির্ধারিত Private University Financial Reporting (PUFR) ফরম পূরণপূর্বক আর্থিক বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট করে একটি প্রবিধানমালা প্রণয়নপূর্বক ইউজিসি’র মাধ্যমে মাননীয় চ্যান্সেলরের অনুমোদন গ্রহণের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

(১২) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি ফি, টিউশন ফি, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে ভিন্নতা তথা অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চহারে ফি নিয়ে থাকে। এমনকি কোনো যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকেই প্রতি বছর টিউশন ফি ও ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। যেহেতু দেশের সকল অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমান নয়, সেহেতু শিক্ষার্থীদের প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার ফি ও চার্জ একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নির্দেশনা দিতে পারে।

(১৩) অস্তিত্বহীন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে ব্যাচেলর, মাস্টার্স, এমফিল– এমনকি পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির খবর প্রায়শই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাময়িক অনুমতিপত্র বা সনদপত্র গ্রহণ ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা সম্পূর্ণ অবৈধ। গুণগত উচ্চশিক্ষার প্রসারে সীমিত পরিসরে স্বনামধন্য বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অবকাঠামোগত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ শাখা/offshore ক্যাম্পাস স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস স্থাপন ও পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিত তদারকির জন্য বিদ্যমান বিধিমালা 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪'-এর সংশোধন করা প্রয়োজন। কেননা, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস স্থাপন বিদ্যমান বিধিমালা, ২০১৪ 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটি দেশের বেসরকারি পর্যায়ে ক্রমবিকাশমান উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যাপক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়ে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(১৪) দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনাক্রমে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। এতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও চাহিদার কথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে জানাতে পারবে। চাহিদার নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা গবেষণার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার পাশাপাশি উদ্ভূত সমস্যার উপায় বের করে দিবেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে পণ্যের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনয়ন করতে সক্ষম হবে। এ ধরনের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে রাষ্ট্রের রাজস্ব বাজেটের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

(১৫) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণায় প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism) বা চৌর্যবৃত্তির ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্লেজিয়ারিজম নিয়ে কোনো নীতিমালা না থাকায় গবেষণাপত্রে চুরির বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা যাচ্ছে না। তাই প্লেজিয়ারিজম বিষয়ক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা আবশ্যক। তদুপরি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকর্মের মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার (যেমন: Turnitin) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং বাংলা গবেষণাপত্র ও পুস্তকের জন্য এ ধরনের উন্নতমানের সফ্টওয়্যার তৈরিরজন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(১৬) দেশের কোনো কোনো পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সান্ধ্যকালীন/উইকেন্ড/এক্সিকিউটিভ প্রভৃতি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ ধরনের কোর্স পরিচালনা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে বিধায় সান্ধ্যকালীন/উইকেন্ড/এক্সিকিউটিভ জাতীয় সকল কোর্স বন্ধ হওয়া জরুরি। তবে

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী ইউজিসি'র পূর্বানুমোদনক্রমে ডিপ্লোমা, শর্ট কোর্স, ভোকেশনাল ও ট্রেনিং প্রোগ্রামপরিচালনা করা যেতে পারে।

(১৭) দেশে উচ্চশিক্ষাস্তরে চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রিকে 'প্রান্তিক (Terminal)' ডিগ্রি হিসেবে গণ্য করা হয়। কাজেই মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম কেবলমাত্র বাছাইকৃত মেধাবী স্নাতকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও অনার্স কলেজসমূহে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর সরাসরি মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ না- রেখে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অবতীর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্নাতকোত্তর গবেষণা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কলারশিপ/টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ/ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে।

(১৮) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সকল প্রকার যৌন হয়রানি, ইভটিজিং, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বুলিং, র‍্যাগিং, মাদকাসক্তি ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুক্তবুদ্ধি চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোনো শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাতে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেজন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

(১৯) শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা অধিক অংশগ্রহণমূলক করার জন্য সশরীর ও অনলাইন উভয় ধারার শিক্ষা সমন্বিত করে দেশের উচ্চশিক্ষার জন্য 'ব্লেন্ডেড লার্নিং' নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। ব্লেন্ডেড লার্নিং নীতিমালায় যেকোনো বিষয়ে ভার্চুয়ালি এবং সরাসরি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের যুক্তিসংগত হার নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়া কোনো শিক্ষার্থী সশরীর পাঠদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে রেকর্ডেড ক্লাস থেকে পাঠ সম্পন্ন করার সুযোগ রাখা যেতে পারে। উপরন্তু শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টের সুযোগ রাখার পাশাপাশি বিদ্যমান পরীক্ষাপদ্ধতিতে যুক্তিসঙ্গত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

(২০) সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া - এ সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ রাখার পাশাপাশি বিশেষ ভর্তির নির্দেশিকা তৈরি, কারিকুলাম প্রণয়ন ও ভিন্নভাবে পরীক্ষা গ্রহণসহ তাদের সুরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এতদ্ব্যতীত সমাজের পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকল্পে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২০১৯ সালের ন্যায় ২০২০ সালেও কমিশনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিনিধিদল আগমন করেন। তারা কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (colloboration) বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া কমিশনের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারকের আওতায় ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক/নন-একাডেমিক পর্যায়ে শিক্ষক/কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬. কমিশনের গবেষণা সহায়তা কার্যক্রম

৬.১ গবেষণা প্রকল্প, বৃত্তি, স্বর্ণপদক, স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ

কমিশন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক, ইউজিসি স্বর্ণপদক, ইউজিসি মেধাবৃত্তি, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বৃত্তি, ইউজিসি প্রফেসরশিপ, রোকেয়া চেয়ার, পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এছাড়া কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ অ্যাওয়ার্ড, সার্ক চেয়ার ও স্কলারশিপ, বিদেশ হতে অর্জিত ডিগ্রি বাংলাদেশের ডিগ্রির সাথে সমতা বিধানসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ইউজিসি'র রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে ৫০৫টি গবেষণা প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দসহ ১০ জনকে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ, ৩৭ জনকে পিএইচডি, ১০৯ জনকে মেধাবৃত্তি, ০১ জনকে রোকেয়া চেয়ার এবং ০৫ জনকে ইউজিসি প্রফেসরশিপ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

৭. কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিবরণী

৭.১ ২০২০ সালের একাডেমিক গবেষণা মঞ্জুরি: ২০২০ সালে একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে মোট ১,৫৭৩টি গবেষণা প্রকল্প ছিল। এর মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্প ১৮১টি, চলতি প্রকল্প ৪৬০টি, প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প ৬২০টি এবং বাতিল প্রকল্প ৩১২টি।

৭.২ ২০২০ সালের গবেষণা প্রকল্পসমূহ: ২০২০ সালে কমিশনের রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন বিভাগে বিভিন্ন শাখার অধীনে পরিচালিত ১,৫৭৩টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ শাখায় গবেষণা প্রকল্প ছিল মোট ৩৫০টি এবং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি শাখায় ছিল ১,২২৩টি।

৭.৩ ২০২০ সালে কমিশনের একাডেমিক গবেষণা ব্যয়

গবেষণা শাখা	২০২০ সালে গবেষণা ব্যয়				
	চলতি প্রকল্প সংখ্যা	অর্থপ্রাপ্ত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	মোট ছাড়কৃত অর্থ (টাকা)	বিশেষজ্ঞ সম্মানী (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ,	৯৭	৯৭	৯৩,৫৮,৫৭০.০০	৩,২২,০০০.০০	৯৬,৮০,৫৭০.০০
সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	৩৬৩	৪০৮	৫,৯১,৯৪,২৩০.০০	২১,৬৬,০০০.০০	৬,১৩,৬০,২৩০.০০
মোট:	**৪৬০**	**৫০৫**	**৬,৮৫,৫২,৮০০.০০**	**২৪,৮৮,০০০.০০**	**৭,১০,৪০,৮০০.০০**

৮. কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কার্যক্রম

৮.১ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, প্রকৃত ব্যয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	২০১৯-২০ অর্থবছর		২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	
প্রাপ্তি			
১) প্রারম্ভিক স্থিতি	৩৭১.০০	৩৭১.০০	১১৯.১৫
২) সরকারি অনুদান	৫৪৪০.০০	৫৪৪০.০০	৫৩৮৬.৫০
৩) ইউজিসি নিজস্ব আয়			
(ক) যানবাহন থেকে আয়	৫.০০	৩.৬৪	৬.০০
(খ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস অনুমোদন থেকে প্রাপ্তি	২৫.০০	১১.০৭	২৫.০০
(গ) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ফি	৩.০০	-	১০.০০
(ঘ) ব্যাংক সুদ বাবদ	১০.০০	৬.০২	১০.০০
(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় মনিটরিং ব্যয় বাবদ	৫০.০০	১০৯.৯০	১০০.০০
(চ) বিবিধ আয়	২৬.০০	৭.৫২	৩৭.০০
মোট নিজস্ব আয়(ক-চ) :	১১৯.০০	১৩৮.১৫	১৫৮.০০
সর্বমোট প্রাপ্তি (১-৩) :	**৫৯৩০.০০**	**৫৯৪৯.১৫**	**৫৬৬৩.১৫**
পরিশোধ			
আবর্তক অনুদান			
১) বেতন বাবদ সহায়তা	১১৫০.০০	১১৪৮.০০	১১৭৮.০০
২) ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৯১৭.০০	৯২৫.০০	৯৭০.০০
মোট বেতন ও ভাতাদি :	২০৬৭.০০	২০৭৩.০০	২১৪৮.০০
৩) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা			
(ক) পণ্য ও সেবা (সাধারণ)	৮৪০.০০	৮১৭.০০	৯৬৩.০০
(খ) পণ্য ও সেবা (মেরামত)	২৬০.০০	২৫৮.০০	৬৮.০০
মোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা :	১১০০.০০	১০৭৫.০০	১২৪৬.০০
৪) পেনশন ও অবসর সুবিধা	৬০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০
৫) গবেষণা অনুদান	১১৮০.০০	১৫০০.০০	১৫৫০.০০
৬) অন্যান্য অনুদান	৩৩.০০	৯.০০	৮.০০
মোট আবর্তক অনুদান (১-৬) :	৪৯৮০.০০	৫৩৫৭.০০	৫৫৫২.০০
মূলধন অনুদান			
৭) যন্ত্রপাতি অনুদান	৬৫.০০	১২৮.০০	৪৫.০০
৮) যানবাহন বাবদ অনুদান	২৫০.০০	৩০০.০০	-
৯) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৮.০০	২০.০০	৩৫.০০
১০) অন্যান্য মূলধন অনুদান	২০.০০	২৫.০০	২৫.০০
মোট মূলধন অনুদান (৭-১০) :	৩৫৩.০০	৪৭৩.০০	১০৫.০০
মোট ব্যয় (১-১১) :	**৫৩৩৩.০০**	**৫৮৩০.০০**	**৫৬৫৭.০০**
১১) সমাপনী স্থিতি	৫৯৭.০০	১১৯.১৫	৬.১৫
সর্বমোট (১-১২) :	**৫৯৩০.০০**	**৫৯৪৯.১৫**	**৫৬৬৩.১৫**

৮.২ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট সারসংক্ষেপ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থবছরের		২০২০-২১ অর্থবছরের মূল বাজেট
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	
প্রাপ্তি বিবরণী			
১) সরকারি অনুদান	৪২৯০.০০	৪২৯০.০০	৪৫৯৯.৯৫
২) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়	৯১২.৫৮	৭৫১.৭০	৮৫৪.১২
মোট (১-২) :	৫২০২.৫৮	৫০৪১.৭০	৫৪৫৪.০৭
পরিশোধ বিবরণী			
আবর্তক অনুদান			
১) বেতন বাবদ সহায়তা	১৬৫০.০৩	১৬৩৮.১৩	১৭৪৮.৮৩
২) ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১২১৭.৬৫	১২৩৫.৬৫	১২৮২.৭৯
মোট বেতন ও ভাতাদি (১-২) :	২৮৬৭.৬৮	২৮৭৩.৭৮	৩০৩১.৬২
৩) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা			
(ক) পণ্য ও সেবা (সাধারণ)	১১০২.৪৯	৯৬৬.৯৪	১১৭৬.৯৩
(খ) পণ্য ও সেবা (মেরামত)	১৬১.৮১	১৩২.৯৭	১৫৬.১৩
মোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩) :	১২৬৪.৩০	১০৯৯.৯১	১৩৩৩.০৬
৪) পেনশন ও অবসর সুবিধা	৫৯৮.১৭	৫৭৫.৮০	৫৪০.৪২
৫) অন্যান্য অনুদান	১১৪.৪৯	৮৬.১৯	৪৯.৮০
মোট আবর্তক অনুদান (১-৫) :	৪৮৪৪.৬৪	৪৬৩৫.৬৮	৪৯৫৪.৯০
মূলধন অনুদান			
৬) মূলধন অনুদান	২৮৬.১৪	১৯৭.৫৭	২৬৪.৭৯
মোট আবর্তক ও মূলধন অনুদান (১-৬) :	৫১৩০.৭৮	৪৮৩৩.২৫	৫২১৯.৬৯
৭) বিশেষ অনুদান	-	২.৬৫	-
৮) ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি	০.৪০	-	০.৪০
৯) বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের বেতনভাতা, পণ্য ও সেবা সহায়তা, পেনশন এবং মূলধন অনুদান বাবদ থোক বরাদ্দ	৭১.৪০	-	২৩৩.৯৮
সর্বমোট (১-৯) :	৫২০২.৫৮	৪৮৩৫.৯০	৫৪৫৪.০৭

৮.৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	খাতওয়ারী ব্যয়												মোট		নিজস্ব আয়		নীট ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা				পেনশন ও অবসর সুবিধা		অন্যান্য অনুদান		মূলধন অনুদান		সংশোধিত	প্রকৃত				
				পণ্য ও সেবা (সাধারন)		পণ্য ও সেবা (মেরামত)													
		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯(১৫-১৭)	২০(১৬-১৮)
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৩২.২৩	৪৫৩.১১	১৭৬.৩০	১৪৫.৫২	১৫.০০	১৭.১৬	১২৯.০০	১২২.৭০	৩৪.১৩	২২.৭০	২৯.১৪	২৬.৬০	৮১৫.৮০	৭৮৭.৭৯	৮৬.০০	৬৪.৫২	৭২৯.৮০	৭২৩.২৭
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৬২.৪৪	২৬৫.১৭	৫০.০০	৪৫.২২	১৩.৩০	৮.৫৬	৮২.০০	৭৭.২২	৮.৯০	৭.১১	১৬.২৮	৭.২১	৪৩২.৯২	৪১০.৪৯	৩৩.৪৭	১৮.০৬	৩৯৯.৪৫	৩৯২.৪৩
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৫৭.৫২	১৫৪.৯৬	৩৫.৭২	৩২.৬০	৭.৭২	৬.৮৪	১১৪.০০	১১৪.০০	৮.৫৭	৭.২৫	৩.৮৭	৩.১০	৩২৭.৪০	৩১৮.৭৫	১০.৫০	৮.৭২	৩১৬.৯০	৩১০.০৩
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১২৫.৫৬	১২৬.০৯	২৯.৭৯	২৩.৮৪	৬.৪০	৫.৫৪	৬২.০০	৫৫.২৭	৩.০৫	১.৪০	৬.১৫	২.৭৬	২৩২.৯৫	২১৪.৯০	১৫.০০	১১.৭৯	২১৭.৯৫	২০৩.১১
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২০৬.৭৫	২১৩.৭৫	৪৮.২০	৪৫.০৬	৯.২০	৯.৯২	৫৩.০০	৫২.৯২	৫.৬০	৫.৫৬	১২.৯০	১২.৭২	৩৩৫.৬৫	৩৩৯.৯৩	১৬.৫০	১৬.০২	৩১৯.১৫	৩২৩.৯১
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১৬৭.৫২	১৫৭.৩৯	৪৯.৭৯	৫৭.৬২	৬.২৯	৪.৪৮	৩৯.০০	৩৯.০০	৭.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৪	২.৫৩	২৭৬.৩২	২৬৭.৩৯	২৭.৫০	২৭.৮৩	২৪৮.৮২	২৩৯.৫৬
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৯৮.৬২	৯৮.১৫	৩৩.১৯	২৮.৬২	১.৭১	০.৯৪	১৫.০০	১৫.০০	০.৯৫	০.৭৩	৪.০৬	২.৯৩	১৫৩.৫৩	১৪৬.৩৭	১৮.০০	১৭.৫২	১৩৫.৫৩	১২৮.৮৫
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৮৬.০২	৮৫.৩৫	৩১.৬৫	৩২.৩১	৩.৮০	৩.১২	১৩.০০	১০.৮৩	৪.৫৭	৪.৫৭	১৩.০৬	৯.৫৫	১৫২.১০	১৪৫.৭৩	২২.৫০	১৭.১৫	১২৯.৬০	১২৮.৫৮
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৮০.০০	৮০.৬৫	১৯.১৫	১৪.৭১	৩.৩০	৫.৩২	৪.৫০	৪.৫০	২.১২	২.১১	১২.০৩	১১.৯৫	১২১.১০	১১৯.২৪	১০.৫০	৮.৬৬	১১০.৬০	১১০.৫৮
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৭৬.৩১	৭৬.৯১	১৫৪.০৫	১১৬.৪৪	২.৭০	১.৮৫	৫.০০	৩.১১	০.৩৫	০.৯১	৮.৩৫	২.২২	২৪৬.৭৬	২০১.৪৪	২৪৬.৭৬	২০১.৪৪	০.০০	০.০০
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৮৯.০৫	৮৫.৩৫	৫৪.৩০	৭০.৩৯	৪.৪৯	৭.৩৯	৮.০০	৮.০০	১.৪২	০.১৩	৮.৭৪	৭.৯২	১৬৬.০০	১৭৯.১৮	১৩১.০০	১৪৭.১১	৩৫.০০	৩২.০৭
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	১০০.৮৪	৯৯.৫৪	২৪.০০	২৪.৩৯	০.৬০	০.২০	২২.০০	২২.০০	৩.৫০	৪.১৮	২.০০	০.৩৯	১৫২.৯৪	১৫০.৭০	১৬.০০	১৩.৭৬	১৩৬.৯৪	১৩৬.৯৪
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৮.৭০	৩৭.৬৬	১৬.১৬	১৪.৯৭	২.৫৪	২.৫৮	১১.০০	১১.০০	২.৯৪	২.৪৮	২.৯০	২.৫৫	৭৪.২৪	৭১.২৪	৫.৫০	৪.০৬	৬৮.৭৪	৬৭.১৮

ক্রঃ নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	খাতওয়ারী ব্যয়												মোট		নিজস্ব আয়		নীট ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা				পেনশন ও অবসর সুবিধা		অন্যান্য অনুদান		মূলধন অনুদান		সংশোধিত	প্রকৃত				
				পণ্য ও সেবা (সাধারন)		পণ্য ও সেবা (মেরামত)													
		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯(১৫-১৭)	২০(১৬-১৮)
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৮.২৫	৬০.৪৭	১৯.৪৫	১৯.১১	২.৩৫	১.৬৩	২.৪৬	২.৪৬	২.০৮	২.৪৫	৩.৯৬	১.৯৯	৮৮.৫৫	৮৮.১১	১২.৩৫	১২.০৭	৭৬.২০	৭৬.০৪
১৫	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৭.৭০	৪৭.৩৯	১৩.৫৫	১১.৬৮	২.৭১	১.১২	১.৯০	১.৯২	১.১৮	১.১৬	৪.১৮	২.৫৯	৭১.২২	৬৫.৮৬	১৩.২০	৯.৩২	৫৮.০২	৫৬.৫৪
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৬.১০	৫৪.৬০	১৪.৫৬	৯.৬৪	৩.২৫	২.৯০	৫.৩০	৫.৩০	১.২০	১.২৪	৫.৪৯	৫.২৫	৮৫.৯০	৭৮.৯৩	৫.০০	৪.৮০	৮০.৯০	৭৪.১৩
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯.৭০	৭০.৫৪	১৪.৭৫	১৪.৬৬	১.৩৫	১.২০	২.৭৫	২.৭৫	২.০৪	২.০০	২.৪৭	২.৪২	৯৩.০৬	৯৩.৫৭	৭.৫০	৭.৭১	৮৫.৫৬	৮৫.৮৬
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬.০৯	৪৫.৭৭	১৪.৫৮	১৪.০৪	৩.০০	১.৫৪	৩.৮০	৩.০৭	১.৬৮	০.৮৩	৫.৮৫	১.৬৬	৭৫.০০	৬৬.৯১	৫.০০	৩.৯৫	৭০.০০	৬২.৯৬
১৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪১.৭০	৪২.৬৫	১২.৯৩	১৩.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৮	৭.০২	৭.০২	১.৯৮	০.৬১	৬.০৪	১.৯৫	৭৫.২৩	৭১.৩৬	৭.০০	৪.৯২	৬৮.২৩	৬৬.৪৪
২০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫২.৭০	৫২.৭০	১৫.১৭	১৪.৯৩	৩.২৮	৩.২৮	৬.৮০	৬.৮০	১.৭০	১.২৮	৫.৬৮	৫.৬৬	৮৫.৩৩	৮৪.৬৫	৫.৬০	৫.৪০	৭৯.৭৩	৭৯.২৫
২১	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৩.৪৯	৪৪.৩৫	১৩.৫১	১১.০৮	৪.৮৭	২.০৭	৪.৩৫	৪.৩৫	১.৬২	১.০৮	৬.১১	২.৯৯	৭৩.৯৫	৬৫.৯২	১০.১০	৪.১৩	৬৩.৮৫	৬১.৭৯
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪.২০	৪৩.২২	২০.২৯	১৮.৪৪	৩.৪৯	০.৯৬	০.০০	০.০০	১.৬৬	১.৪৮	৫.৭৬	২.৭৭	৭৫.৪০	৬৬.৮৭	১২.৫০	১১.৭৯	৬২.৯০	৫৫.০৮
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৮৮.০৩	৮৮.১৯	২৯.১৫	১৮.০৫	৩.২৭	১.৪৪	০.৭২	০.০০	২.১৯	১.৩৭	২.৯২	১.৮১	১২৬.২৮	১১০.৮৬	১৯.০০	১২.১৮	১০৭.২৮	৯৮.৬৮
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	২৯.৭০	২৯.১১	১১.৩৫	৭.৭৭	১.৩৯	০.৮৮	০.১৮	০.১৮	১.০২	১.০১	৩.৩৬	০.৮৮	৪৭.০০	৩৯.৮৩	৭.৬৫	৫.১৪	৩৯.৩৫	৩৪.৬৯

ক্রঃ নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	খাতওয়ারী ব্যয়												মোট		নিজস্ব আয়		নীট ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা				পেনশন ও অবসর সুবিধা		অন্যান্য অনুদান		মূলধন অনুদান		সংশোধিত	প্রকৃত				
				পণ্য ও সেবা (সাধারন)		পণ্য ও সেবা (মেরামত)													
		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯(১৫-১৭)	২০(১৬-১৮)
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	২৭.০৮	২৬.৮৮	১৪.২২	১৩.৬১	১.৫১	১.০০	০.১০	০.০৬	১.৫০	০.২৯	৪.৩০	৩.৪৭	৪৮.৭১	৪৫.৩১	৬.৯০	৬.৬২	৪১.৮১	৩৮.৬৯
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	২৭.৪৮	২৬.৯৯	৯.৬৩	৮.১৯	৩.০০	৪.৫৯	১.৫২	১.৫২	১.৪৬	১.১২	৪.৭৭	০.৯৯	৪৭.৮৬	৪৩.৪০	২.০০	১.৪৮	৪৫.৮৬	৪১.৯২
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬.০৮	৪৫.৯০	৭.৫৩	৬.৬৮	১.৪২	০.৭৯	০.২০	০.১৮	১.৩০	০.৪৪	৫.৪৭	৪.৬০	৬২.০০	৫৮.৫৯	২.৩০	১.৫০	৫৯.৭০	৫৭.০৯
২৮	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩২.৫২	৩১.৪৮	১৭.২৯	১৫.৭৯	১.৮০	১.০৮	০.১৪	১.৩৪	১.১২	০.০০	৬.০৯	৪.৩২	৫৮.৯৬	৫৪.০১	৮.০০	৭.৩৯	৫০.৯৬	৪৬.৬২
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস	৫৬.৪৮	৫৫.৮৮	৩১.৬৩	২৯.৭১	৭.৬৪	৬.৬১	০.১৩	০.০০	২.২২	১.৭৩	১১.০৮	১১.৩৬	১০৯.১৮	১০৫.২৯	২৮.৫০	২৭.৬৩	৮০.৬৮	৭৭.৬৬
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	৩৯.৪৩	৪০.৭৮	১৫.৩৭	১৩.৮১	৭.৬৪	২.৪০	০.০০	০.০০	১.১১	১.২১	৭.৬৩	৪.৮৮	৭১.১৮	৬৩.০৮	২৩.২০	৯.৬৫	৪৭.৯৮	৫৩.৪৩
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৬.৫০	২৪.৪৩	১০.৯৯	১০.৭১	২.০৫	২.০৩	০.৩০	০.৩০	০.৫৩	০.৫৩	৩.৬৫	৩.৬৬	৪৪.০২	৪১.৬৬	৫.৮০	৪.৭০	৩৮.২২	৩৬.৯৬
৩২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৬.৭৬	২৮.৭৪	১৬.৯৮	১১.৭০	২.৯৫	২.১০	০.০০	০.০০	০.৪২	০.০২	৬.৭৬	২.৫৬	৫৩.৮৭	৪৫.১২	২১.৫০	১৬.৪১	৩২.৩৭	২৮.৭১
৩৩	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.২৬	১৫.৭১	৭.৯৩	৫.৩৩	১.৫৭	০.৫১	৩.০০	৩.০০	০.৪৯	০.১২	১০.২৩	১.৮৫	৩৯.৪৮	২৬.৫২	৬.২৩	২.৫৭	৩৩.২৫	২৩.৯৫
৩৪	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	২২.৬৬	২২.৫৭	১১.৩৭	৭.৪০	১.৭৬	০.৩৯	০.০০	০.০০	০.৫৬	০.০১	৫.৩২	০.৯৫	৪১.৬৭	৩১.৩২	৮.০০	৮.১৯	৩৩.৬৭	২৩.১৩
৩৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি	১৩.৩৪	১২.৮০	১৫.৬৭	১৩.৯৮	১.০০	০.৮২	০.০০	০.০০	০.৭১	০.৬২	৭.৭৬	৭.৪৩	৩৮.৪৮	৩৫.৬৫	৮.৪৩	২.৮১	৩০.০৫	৩২.৮৪
৩৬	রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪.৩৮	৩.৭৫	১.৮৫	১.৬৭	৯.৬০	৮.৯৭	০.০০	০.০০	০.২২	০.০০	৩.১৫	১.১৫	১৯.২০	১৫.৫৪	৮.৩০	০.৬৬	১০.৯০	১৪.৮৮

ক্রঃ নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	খাতওয়ারী ব্যয়												মোট		নিজস্ব আয়		নীট ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা				পেনশন ও অবসর সুবিধা		অন্যান্য অনুদান		মূলধন অনুদান		সংশোধিত	প্রকৃত				
				পণ্য ও সেবা (সাধারন)		পণ্য ও সেবা (মেরামত)													
		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯(১৫-১৭)	২০(১৬-১৮)
৩৭	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	৮.৩২	৭.৮৮	১৬.৪৬	৭.৫৫	০.০৯	০.০৬	০.০০	০.০০	০.১০	০.০০	৩.০৫	১.৮০	২৮.০২	১৭.২৯	২৭.৯২	১৭.২৯	০.১০	০.০০
৩৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১.৭৫	১.৪০	২.২৫	১.০৫	০.২৬	০.০৭	০.০০	০.০০	০.২৬	০.০০	১.৭৩	০.৩২	৬.২৫	২.৮৪	৩.১০	১.৩৪	৩.১৫	১.৫০
৩৯	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১.৬২	১.৫৫	২.৭৮	২.৩৮	০.১৭	০.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৯৫	১.৭৫	৬.৫২	৫.৮৬	২.৫০	১.০০	৪.০২	৪.৮৬
৪০	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	৫.৯১	৪.৪৯	২.২৯	১.৬০	১.১৮	১.১৭	০.০০	০.০০	০.০৮	০.০৩	২.৬৮	২.৬১	১২.১৪	৯.৯০	১.৪১	১.৫৫	১০.৭৩	৮.৩৫
৪১	বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি	২.০৯	২.১২	৪.৫৩	২.৯৪	১.৩৪	২.৩৯	০.০০	০.০০	০.০২	০.০২	৭.৮২	৭.৭২	১৫.৮০	১৫.১৯	০.৮০	০.৫৭	১৫.০০	১৪.৬২
৪২	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩.৫০	২.৭১	২.৭৪	১.৯২	৪.১৪	০.৯৫	০.০০	০.০০	০.০৮	০.০০	১.৯৮	১.৬০	১২.৪৪	৭.১৮	২.০০	১.৫৬	১০.৪৪	৫.৬২
৪৩	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়	১.৫১	১.২৪	১.৮৮	০.৯১	০.২০	০.০৬	০.০০	০.০০	০.৩৭	০.০৪	৪.০৯	৩.১৫	৮.০৫	৫.৪০	০.৪৫	০.৪৮	৭.৬০	৪.৯২
৪৪	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২.১২	১.৩৯	২.৪৩	২.৪২	০.২০	০.০৫	০.০০	০.০০	০.১০	০.০০	৩.১৫	৩.৬০	৮.০০	৭.৪৬	০.২৫	০.০০	৭.৭৫	৭.৪৬
৪৫	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১.৭৪	১.৯৩	০.৮৮	০.৮৬	০.১৭	০.১৫	০.০০	০.০০	০.০১	০.০০	১.৭২	১.৪৩	৪.৫২	৪.৩৭	০.৪০	০.০০	৪.১২	৪.৩৭
৪৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি	০.৯৩	০.০৯	৪.২০	২.০৯	০.৫৫	০.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.১২	৩.৯৭	৯.৮০	৬.২৫	০.৪৬	০.২৫	৯.৩৪	৬.০০
	মোট ঃ	২৮৬৭.৬৮	২৮৭৩.৭৮	১১০২.৪৯	৯৬৬.৯৪	১৬১.৮১	১৩২.৯৭	৫৯৮.১৭	৫৭৫.৮০	১১৪.৪৯	৮৬.১৯	২৮৬.১৪	১৯৭.৫৭	৫১৩০.৭৮	৪৮৩৩.২৫	৯১২.৫৮	৭৫১.৭০	৪২১৮.২০	৪০৮১.৫৫

৮.৪ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকার অংকে)

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	বেতন ও ভাতাদি	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা		মোট পণ্য ও সেবা	পেনশন মঞ্জুরী	গবেষণা অনুদান		অন্যান্য অনুদান	মূলধন	সর্বমোট	(বাদ) নিজস্ব আয়	নীট বাজেট
			সাধারণ	মেরামত			নিয়মিত	বিশেষ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫৬.৯৩	১৭৩.০০	১৭.০০	১৯০.০০	১২৫.০০	৭.০০	১.০০	২২.৬৩	২৭.৫০	৮৩০.০৬	৮২.০০	৭৪৮.০৬
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৭৭.৫৭	৫০.০০	১৭.০০	৬৭.০০	৬৪.০০	৪.৪০	০.৬০	৫.০০	১৪.৪০	৪৩২.৯৭	২৮.০০	৪০৪.৯৭
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬৯.০৭	৩৫.৮৭	৭.৯০	৪৩.৭৭	১৩৭.০০	৬.০০	০.৭৫	২.৫৯	৩.১৮	৩৬২.৩৬	১১.০০	৩৫১.৩৬
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১৩১.৮৭	৩০.৮১	৭.৫৬	৩৮.৩৭	৩৩.০০	১.৮০	০.৬০	০.৮৫	৫.৭৫	২১২.২৪	১৫.৪০	১৯৬.৮৪
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২১৬.৬৫	৪৯.১০	১১.৮০	৬০.৯০	৫০.০০	৩.৪০	০.৮০	১.৫০	১৩.০৫	৩৪৬.৩০	১৬.৫০	৩২৯.৮০
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১৬৬.২৮	৫২.৪৩	৫.৮৬	৫৮.২৯	৪০.০০	২.২০	০.৮০	৪.৪৮	৫.৬৯	২৭৭.৭৪	২৮.০০	২৪৯.৭৪
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১০৪.৮৬	৩৩.৩০	৩.০৫	৩৬.৩৫	১০.০০	০.৬০	০.২০	০.১৫	৫.৪২	১৫৭.৫৮	১৮.০০	১৩৯.৫৮
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৯০.৫৪	৩০.৯০	৪.০২	৩৪.৯২	৯.০০	৩.৫০	০.৭০	০.৬৩	১৪.৪৫	১৫৩.৭৪	১৭.০০	১৩৬.৭৪
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৮৪.৫৫	২০.০০	৪.১৪	২৪.১৪	২.৫০	১.৩০	০.৩০	০.৫৮	৭.৮৬	১২১.২৩	১০.০০	১১১.২৩
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৭৯.৫৮	১৫৪.৩০	২.৮০	১৫৭.১০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.৩০	৮.২৫	২৫০.২৩	২৫০.২৩	০.০০
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৯৩.০৫	৫৪.৭৭	৪.৬৮	৫৯.৪৫	৭.০০	০.৬০	০.০০	০.৬৫	৮.০০	১৬৮.৭৫	১৩২.৭৫	৩৬.০০
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	১০৬.০৩	২৪.৩০	০.৭০	২৫.০০	২০.০০	২.৪০	০.০০	০.২২	২.০০	১৫৫.৬৫	১৫.০০	১৪০.৬৫
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪২.৬৪	১৬.৯৬	২.৫৫	১৯.৫১	৭.০০	২.০০	০.৭৫	০.৫০	২.৬২	৭৫.০২	৫.১০	৬৯.৯২
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬০.৯০	১৮.৬৬	১.৬১	২০.২৭	২.৫৯	১.০০	০.৩৫	০.৮৩	৩.১২	৮৯.০৬	১২.৭৬	৭৬.৩০
১৫	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৯.২০	১৩.৯২	৩.০০	১৬.৯২	১.১০	০.৬০	০.২০	০.৩৮	৩.৫২	৭১.৯২	৯.০০	৬২.৯২
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৭.৯৯	১৩.৮২	২.৬৬	১৬.৪৮	৩.৭৩	০.৬০	০.২০	০.৬৩	৩.৯২	৮৩.৫৫	৪.১০	৭৯.৪৫
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৭৩.৪৬	১৫.০৪	১.৩৬	১৬.৪০	২.৩০	১.১০	০.২৫	০.৮৫	২.২৬	৯৬.৬২	৭.৬৬	৮৮.৯৬
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮.৩২	১৪.৫৮	৩.১১	১৭.৬৯	৫.২০	১.২৫	০.৩৫	০.১১	১.৭২	৭৪.৬৪	৪.০০	৭০.৬৪
১৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫.৭৪	১৪.২৩	৫.৬৯	১৯.৯২	৪.০০	১.৩৫	০.৪০	০.৬৩	৮.৯৩	৮০.৯৭	৫.৫০	৭৫.৪৭
২০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৪.৪৫	১৫.৭০	৩.১০	১৮.৮০	৪.০০	১.০০	০.২০	০.৬৫	৫.৯০	৮৫.০০	৫.৭০	৭৯.৩০
২১	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫.৬৭	১৩.৬১	৪.৫০	১৮.১১	২.০০	০.৮০	০.৩০	০.৫৭	৪.২৬	৭১.৭১	৪.৫০	৬৭.২১
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬.৩৯	২০.৬৯	১.৩৪	২২.০৩	০.২০	১.০০	০.৫০	০.১৮	৫.৭৩	৭৬.০৩	১২.৫০	৬৩.৫৩
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৯২.৪২	২৯.৮০	৫.১৮	৩৪.৯৮	১.৩০	১.৫০	০.৩০	০.৫১	৪.১৪	১৩৫.১৫	১৫.০০	১২০.১৫
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৩১.৫০	১১.৬৪	১.৮০	১৩.৪৪	০.০২	০.৮০	০.২০	০.০২	৩.৯৪	৪৯.৯২	৭.৩৬	৪২.৫৬
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	২৯.৪১	১৩.৬৮	১.৪১	১৫.০৯	০.১৭	১.০০	০.২০	০.৩০	৪.৫১	৫০.৬৮	৭.১০	৪৩.৫৮
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	২৮.৭২	৯.৯৭	১.১৫	১১.১২	০.৫৫	০.৯০	০.২৫	০.৩১	২.৩২	৪৪.১৭	১.৭০	৪২.৪৭

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	বেতন ও ভাতাদি	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা		মোট পণ্য ও সেবা	পেনশন মঞ্জুরী	গবেষণা অনুদান		অন্যান্য অনুদান	মূলধন	সর্বমোট	(বাদ) নিজস্ব আয়	নীট বাজেট
			সাধারণ	মেরামত			নিয়মিত	বিশেষ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৯.৩৮	৮.০৮	২.২৮	১০.৩৬	০.৮৪	০.৮৫	০.১৫	০.৪৫	৫.২০	৬৭.২৩	২.৫০	৬৪.৭৩
২৮	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫.৭৬	১৭.৫২	১.৯৯	১৯.৫১	০.৮০	০.৮০	০.২০	০.১৫	৫.৯৮	৬৩.২০	৮.৫০	৫৪.৭০
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	৫৯.৪৬	৩০.৬১	৭.০৭	৩৭.৬৮	০.০১	১.৬০	০.২০	০.৭২	১৩.১৬	১১২.৮৩	২৭.০০	৮৫.৮৩
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	৩৮.২৮	১৫.১৬	১.৮৪	১৭.০০	০.০০	০.৫০	০.২০	১.০১	৩.৩৮	৬০.৩৭	১১.৩০	৪৯.০৭
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৭.৭০	১১.৭২	২.৫৪	১৪.২৬	০.৩১	০.৩০	০.২০	০.০৮	২.৩৭	৪৫.২২	৬.০০	৩৯.২২
৩২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৮.১২	১৭.১২	২.২৭	১৯.৩৯	০.০০	০.৫০	০.২৫	০.০৬	৫.৭০	৫৪.০২	২২.০০	৩২.০২
৩৩	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	১৭.০৪	৭.৭৩	১.১৮	৮.৯১	১.৮০	০.৩০	০.২০	০.০৪	১০.৩২	৩৮.৬১	৪.৬৫	৩৩.৯৬
৩৪	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	২৫.২১	১২.০৮	২.৩৪	১৪.৪২	০.০০	০.৩০	০.২০	০.০৫	৪.৮৫	৪৫.০৩	৮.৩৭	৩৬.৬৬
৩৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি	১৫.৬৬	১৬.৪১	১.১১	১৭.৫২	০.০০	০.৪০	০.২৫	০.২২	৬.৮৬	৪০.৯১	৫.০০	৩৫.৯১
৩৬	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬.৫০	২.০১	০.৩১	২.৩২	০.০০	০.২০	০.১০	০.১২	৩.৯৪	১৩.১৮	০.৫০	১২.৬৮
৩৭	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	৮.৮৮	১১.৯০	০.০৭	১১.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.২০	১.৫৯	২২.৬৪	২২.৬৪	০.০০
৩৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	২.৫৩	২.৬৯	০.৩০	২.৯৯	০.০০	০.২৫	০.০০	০.০১	১.৫২	৭.৩০	৫.৩০	২.০০
৩৯	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১.৬২	৩.৪৭	০.১৬	৩.৬৩	০.০০	০.১৩	০.০০	০.০৫	১.৪১	৬.৮৪	০.৮০	৬.০৪
৪০	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	৬.৪৭	২.৪২	০.২৫	২.৬৭	০.০০	০.০৫	০.০০	০.০৩	৩.৫৮	১২.৮০	০.৭৫	১২.০৫
৪১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি	৩.৫২	৪.০৯	০.৩০	৪.৩৯	০.০০	০.০৫	০.০০	০.০৩	৯.৫১	১৭.৫০	০.৮০	১৬.৭০
৪২	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়	৫.৬৮	৪.৫৪	৪.৮৭	৯.৪১	০.০০	০.১০	০.০০	০.০৮	২.৫৯	১৭.৮৬	০.৫০	১৭.৩৬
৪৩	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়	২.৩৫	১.৮২	০.১৪	১.৯৬	০.০০	০.০৫	০.০০	০.২২	২.৫৭	৭.১৫	০.৫৫	৬.৬০
৪৪	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৫.৭২	২.৮০	০.১০	২.৯০	০.০০	০.০২	০.০০	০.১৫	২.৯২	১১.৭১	০.৩০	১১.৪১
৪৫	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	২.২৮	১.৪২	০.২৪	১.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৫	০.৯১	৪.৯০	০.২০	৪.৭০
৪৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি	৫.৬৭	৫.৬১	১.৮০	৭.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৩	৩.৯৯	১৭.১০	০.৬০	১৬.৫০
	মোট বাজেট বরাদ্দ ঃ	৩০৩১.৬২	১১১০.২৮	১৫৬.১৩	১২৬৬.৪১	৫৪০.৪২	৫৪.৫০	১২.১৫	৪৯.৮০	২৬৪.৭৯	৫২১৯.৬৯	৮৫৪.১২	৪৩৬৫.৫৭
৪৬	ট্রান্স ইউরোশিয়া নেট ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪০	০.০০	০.৪০
৪৭	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতনভাতা, পেনশন, পণ্য ও সেবা এবং মূলধন খাতে থোক বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩৩.৯৮	০.০০	২৩৩.৯৮
	সর্বমোট বাজেট	৩০৩১.৬২	১১১০.২৮	১৫৬.১৩	১২৬৬.৪১	৫৪০.৪২	৫৪.৫০	১২.১৫	৪৯.৮০	২৬৪.৭৯	৫৪৫৪.০৭	৮৫৪.১২	৪৫৯৯.৯৫

৮.৫ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ অর্থবছরের পৌনঃপুনিক বরাদ্দের জন্য কমিশনের সুপারিশ এবং সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ

(কোটি টাকার অংকে)

অর্থবছর	বেতন ও ভাতাদি		পেনশন		অন্যান্য মঞ্জুরি		মোট	
	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি
২০১০-২০১১	৮২৪.০৭	৮০৯.৮৭	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১৪৯.০০	১৩৬.৩৫	১১১৮.০৭	১০৯১.২২
২০১১-২০১২	৮৭৫.৫৭	৮৬৩.৩৮	১৫৯.১৫	১৪৫.৩২	১৭৯.৫২	১৭০.৩৩	১২১৪.২৪	১১৭৯.০৩
২০১২-২০১৩	৯২৯.৯৫	৯১৩.৮৬	১৭২.৫৯	১৪৫.০০	১৯৭.৬১	১৭৪.৭৪	১৩০০.১৫	১২৩৩.৬০
২০১৩-২০১৪	১১৫৬.৫২	১১২৪.৯৬	২০০.০০	১৭৭.৯৮	২১০.৯৮	২৩৯.৫৬	১৫৬৭.৫০	১৫৪২.৫০
২০১৪-২০১৫	১২৭২.৬০	১২৬১.৯৭	২৩৮.৯০	২৩৮.৯০	২৮০.৪৫	২৪১.৭৩	১৭৯১.৯৫	১৭৪২.৬০
২০১৫-২০১৬	১৯১২.৯৫	১৯১২.৯৫	৩২০.১৭	২৮৫.৫৯	২৭৯.১৯	২৫২.৫৯	২৫১২.৩১	২৪৫১.১৩
২০১৬-২০১৭	২২৮৫.০০	২২৭৩.৬২	৫৬৩.৯০	৫৬৩.৯০	৫৮৩.৩০	৩০৩.১৫	৩৪৩২.২০	৩১৪০.৬৭
২০১৭-২০১৮	২৪৬২.৮৬	২৪৩৩.৬০	৫৬০.৫০	৫৫৫.২৬	৫৮৮.৬৪	৫১৩.১৪	৩৬১২.০০	৩৫০২.০০
২০১৮-২০১৯	২৯৩৩.৫৪	২৭০৮.২৮	৬৩০.৫০	৪২.৫৭	১৪৮৭.৩৪	২৩০০.৫৩	৫০৫১.৩৮	৪০০৭.৪৪
২০১৯-২০২০	২৯০১.৮৪	২৯০০.৭১	৬১০.৫০	৬০৫.৫০	৭৮৫.১৬	৭৮৩.৭৯	৪২৯৭.৫০	৪২৯০.০০

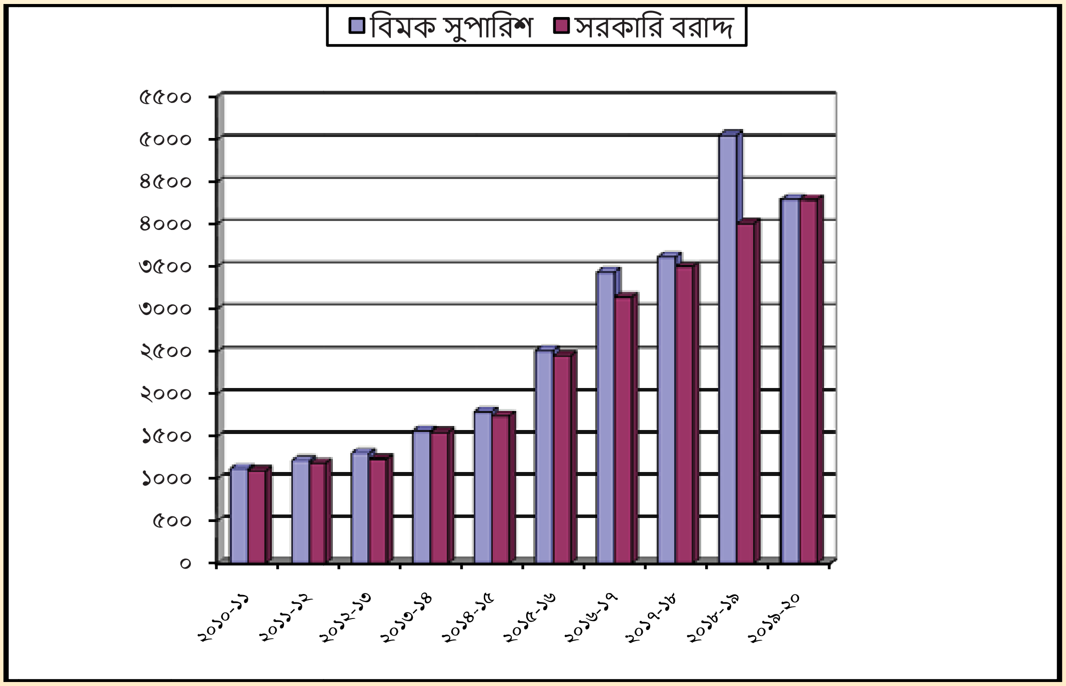

চিত্র ১: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ অর্থবছরের বার্ষিক অনুন্নয়ন অনুদান

৮.৬ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের তুলনামূলক তথ্য

(কোটি টাকার অংকে)

অর্থবছর	জাতীয় বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	শিক্ষা বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট (অনুন্নয়ন)	শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ (%)	জাতীয় বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ (%)
২০১০-২০১১	১৩০০১২.১৩	১৩৩৯৯.৪৪	১১০২.২৪	৮.২২%	০.৮৪%
২০১১-২০১২	১৬১২১২.৯৩	১৮৩৭৮.৫৮	১১৯২.৪৭	৬.৪৮%	০.৭৩%
২০১২-২০১৩	১৮৯৩২৫.৭০	২১০১৬.২৭	১২৪৮.৫৭	৫.৯৪%	০.৬৫%
২০১৩-২০১৪	২১৬২২১.৯৫	২৬৩৩৯.৭০	১৫৫৯.৬৪	৫.৯২%	০.৭২%
২০১৪-২০১৫	২৩৯৬৬৭.৭৩	২৮৬২৮.০৪	১৭৬০.৮৯	৬.১৫%	০.৭৩%
২০১৫-২০১৬	২৬৪৫৬৪.৬৭	৩৭১১৪.৬০	২৪৮০.০৭	৬.৬৮%	০.৯৪%
২০১৬-২০১৭	৩১৭১৭১.১৫	৩৯৫০৭.৮২	৩১৭২.১৭	৮.০৩%	১.০০%
২০১৭-২০১৮	৩৭১৪৯৫.৩৪	৪১৬২৩.৬০	৩৫৩৫.৮৭	৮.৪৯%	০.৯৫%
২০১৮-২০১৯	৪৪২৫৪১.৩১	৪৬৩৮৯.৪৮	৪০৫৪.৪৯	৮.৭৪%	০.৯২%
২০১৯-২০২০	৫০১৫৭৬.৮৬	৫২১০৩.২৭	৪৩৪৪.৪০	৮.৩৪%	০.৮৭%

* প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বাজেটের সমন্বয়ে শিক্ষা বাজেট দেখানো হয়েছে

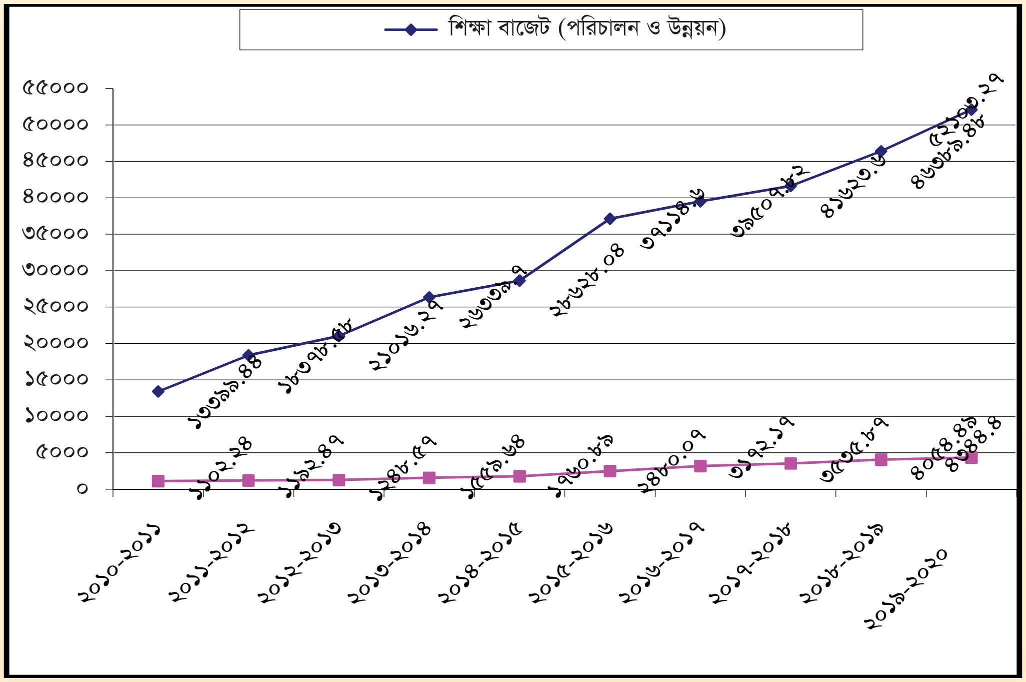

চিত্র ২: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের শিক্ষা বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) এবং বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট (অনুন্নয়ন) এর তুলনামূলক তথ্য

৯. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান

৯.১ ২০২০ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়	সংখ্যা
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	৫০
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	১০৭
সর্বমোট=	**১৫৭**

৯.২ ২০২০ সালে বিভাগভিত্তিক পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	
		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
১.	ঢাকা বিভাগ	১৭	৬৭
২.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৯	১৬
৩.	রাজশাহী বিভাগ	৫	০৯
৪.	খুলনা বিভাগ	৫	০৫
৫.	বরিশাল বিভাগ	২	০৩
৬.	সিলেট বিভাগ	৫	০৫
৭.	রংপুর বিভাগ	৩	০১
৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৪	০১
	সর্বমোট	**৫০**	**১০৭**

৯.৩ মানচিত্রে ২০২০ সালে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

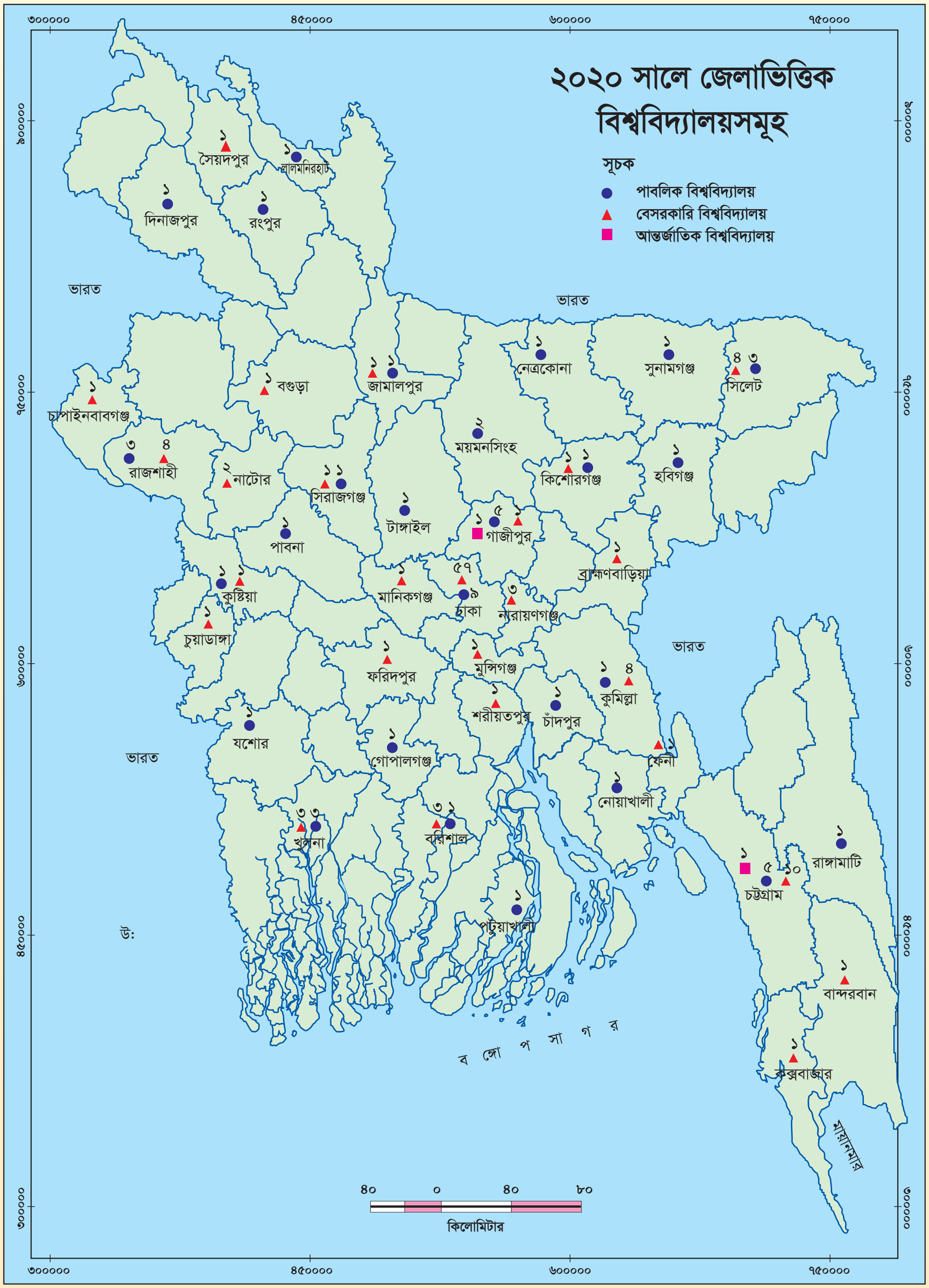

১০. ২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরিসংখ্যান

	২০২০ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত (প্রায়)
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	৫০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	৫,৫২,৫১০	৩,৪৮,৯৯৯	৯,০১,৫০৯	১১,৩০৩	৪১,২৩	১৫,৪২৬	১:৮৩
২	১৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা	১৮,৭০,৯১৮	১৫,৮৯,৭৭০	৩৪,৬০,৬৭৮	৯৮,৪৯৫	৩,৫৯,২৫	১,৩৪,৪২০	১:২৫
৩	৫০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৬টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা	২৪,২৩,৪১৮	১৯,৩৮,৭৬৯	৪৩,৬২,১৮৭	১,০৯,৭৯৮	৪০,০৪৮	১,৪৯,৮৪৬	১:৩১
৪	১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	২,৩১,১৮৫	৯৭,৫০৪	৩,২৮,৬৮৯	১০,৩৫৮	৪,৯১৯	১৫,২৭৭	১:২২
	১৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা (ক্রমিক ৩ ও ৪ এর সমষ্টি) সর্বমোট =	২৬,৫৪,৬০৩	২০,৩৬,২৭৩	৪৬,৯০,৮৭৬	১,২০,১৫৬	৪৪,৯৬৭	১,৬৫,১২৩	**১:২৮**

১১. ২০২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

১১.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

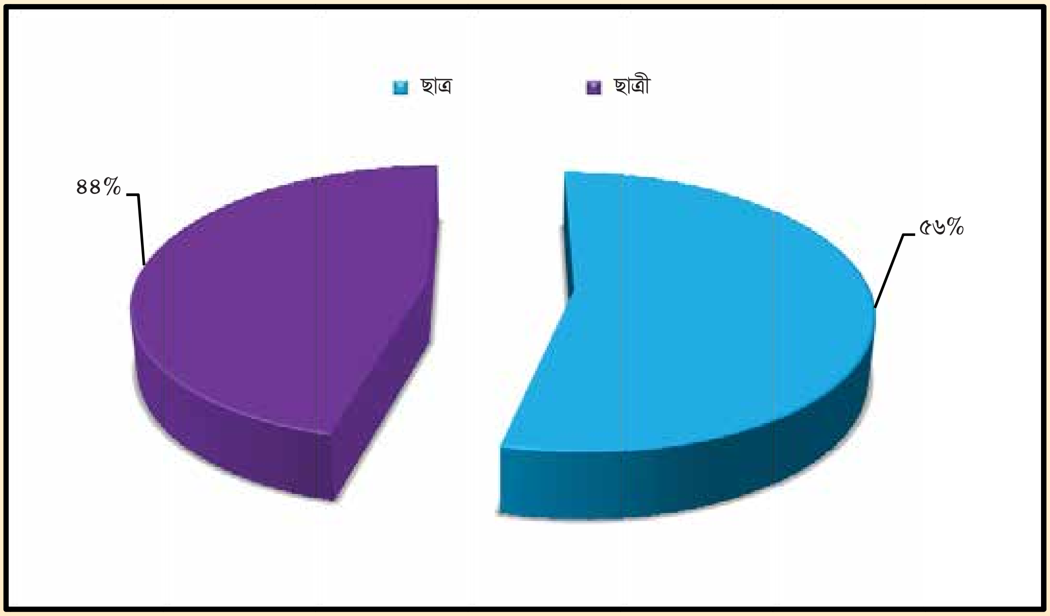

চিত্র ৩: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

১১.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

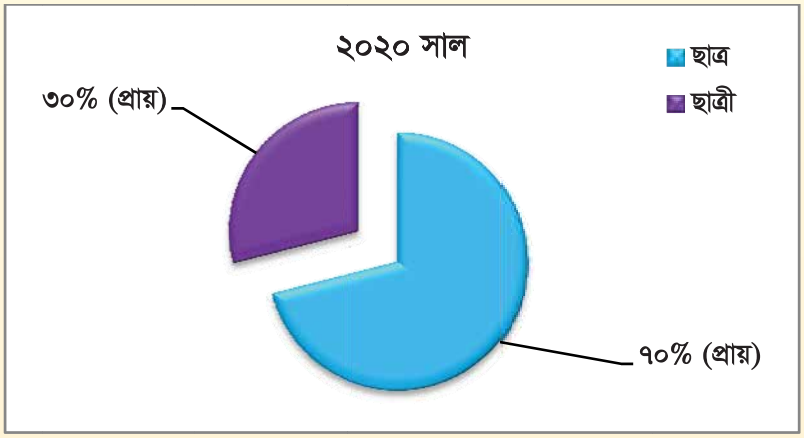

চিত্র ৪: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীর শতকরা হার

১২. ২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, গবেষণা কেন্দ্র, ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	অনুষদ সংখ্যা	বিভাগ সংখ্যা	ইনস্টিটিউট সংখ্যা	গবেষণা কেন্দ্র সংখ্যা	ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার সংখ্যা	অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ সংখ্যা	অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত মাদ্রাসা সংখ্যা
পাবলিক	৫০	২৬১	১,১৯২	১০৭	১৯৫	০৫	২,৬৭২	১,৩৪৯
বেসরকারি	১০৭	৩৯৯	১,৬৮৬	০৫	-	-	-	-

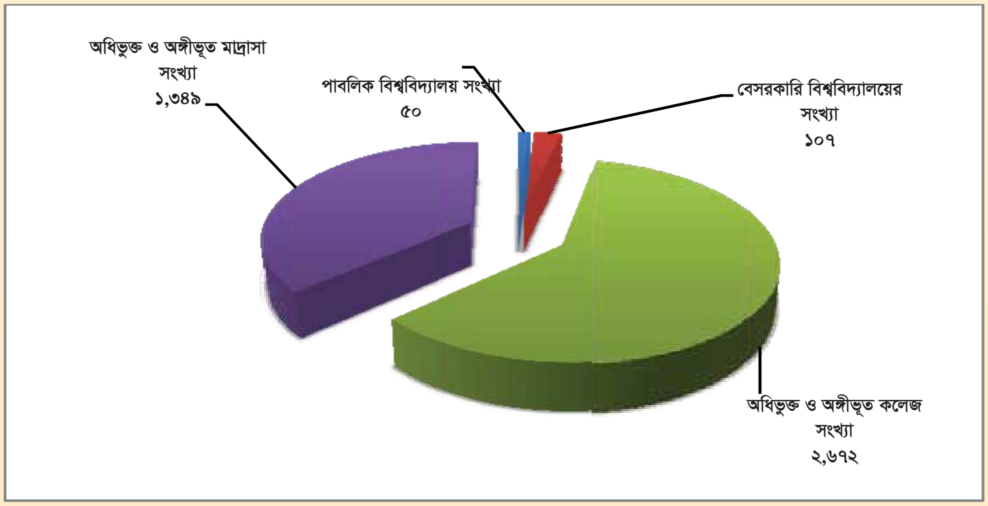

চিত্র ৫: ২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা

১৩. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিগত দশ বছরের বিদেশি শিক্ষার্থীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
২০১১	২১০	১,৬৫১	১,৮৬১
২০১২	৫২৫	১,৬৪২	২,১৬৭
২০১৩	৩২৬	১,৬১২	১,৯৩৮
২০১৪	৪৩২	১,৬৪৩	২,০৭৫
২০১৫	৫৯৩	১,৫৪৮	২,১৪১
২০১৬	৩৫৫	১,৯২৭	২,২৮২
২০১৭	৪৬১	১,৯৭৭	২,৪৩৮
২০১৮	৮০৪	১,৩৮৬	২,১৯০
২০১৯	৪৮২	১,৪৬৭	১,৯৪৯
২০২০	৭৬৭	১,৫৫০	২,৩১৭

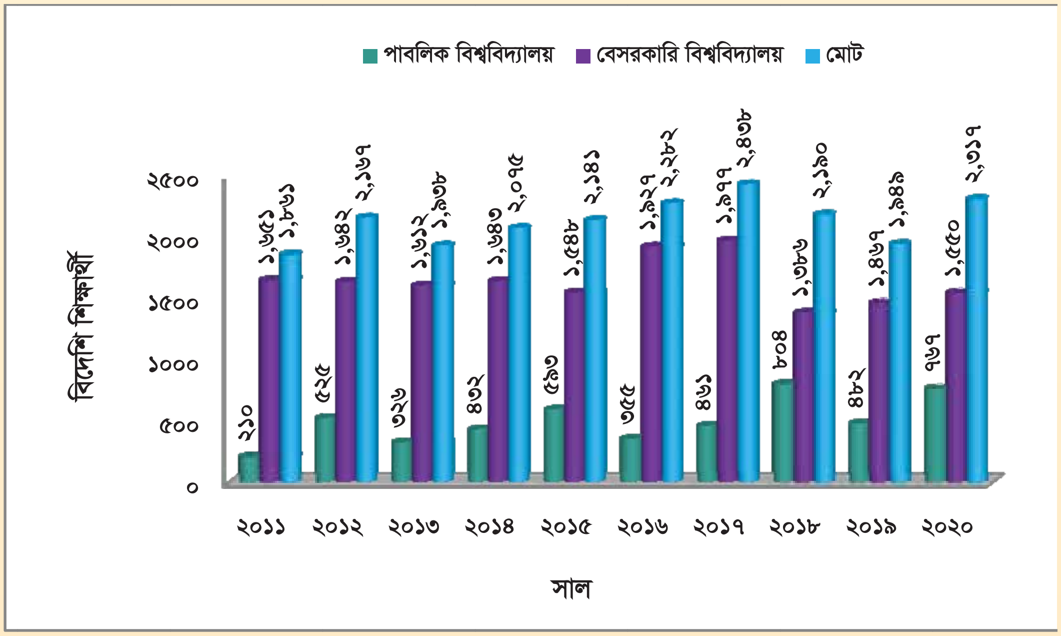

চিত্র ৬: পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিগত দশ বছরের বিদেশি শিক্ষার্থীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান

১৪. পাবলিক (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যাসহ) ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

সাল	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী			বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী			বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থী		
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
২০১৬	১৭,৫৭,৩২৭	১৩,৯৩,০৮২	৩১,৫০,৪০৯	২,৪৪,৯২০	৯২,২৩৭	৩,৩৭,১৫৭	২০,০২,২৪৭	১৪,৮৫,৩১৯	৩৪,৮৭,৫৬৬
২০১৭	২০,৪২,৫৩২	১৫,৬৩,৬০৫	৩৬,০৬,১৩৭	২,৫৫,৪৯৬	৯৮,৮৩৭	৩,৫৪,৩৩৩	২২,৯৮,০২৮	১৬,৬২,৪৪২	৩৯,৬০,৪৭০
২০১৮	২২,৩০,৭২১	১৮,৬৩,৬২৪	৪০,৯৪,৩৪৫	২,৪৭,১৭৭	১,১৪,৬১৫	৩,৬১,৭৯২	২৪,৭৭,৮৯৮	১৯,৭৮,২৩৯	৪৪,৫৬,১৩৭
২০১৯	২১,৮৯,০১৫	১৮,৯৬,২৭৬	৪০,৮৫,২৯১	২,৪৭,৯৪৭	১,০১,২১৩	৩,৪৯,১৬০	২৪,৩৬,৯৬২	১৯,৯৭,৪৮৯	৪৪,৩৪,৪৫১
২০২০	২৪২৩,৪১৮	১৯,৩৮,৭৬৯	৪৩,৬২,১৮৭	২,৩১,১৮৫	৯৭,৫০৪	৩,২৮,৬৮৯	২৬,৫৪,৬০৩	২০,৩৬,২৭৩	৪৬,৯০,৮৭৬

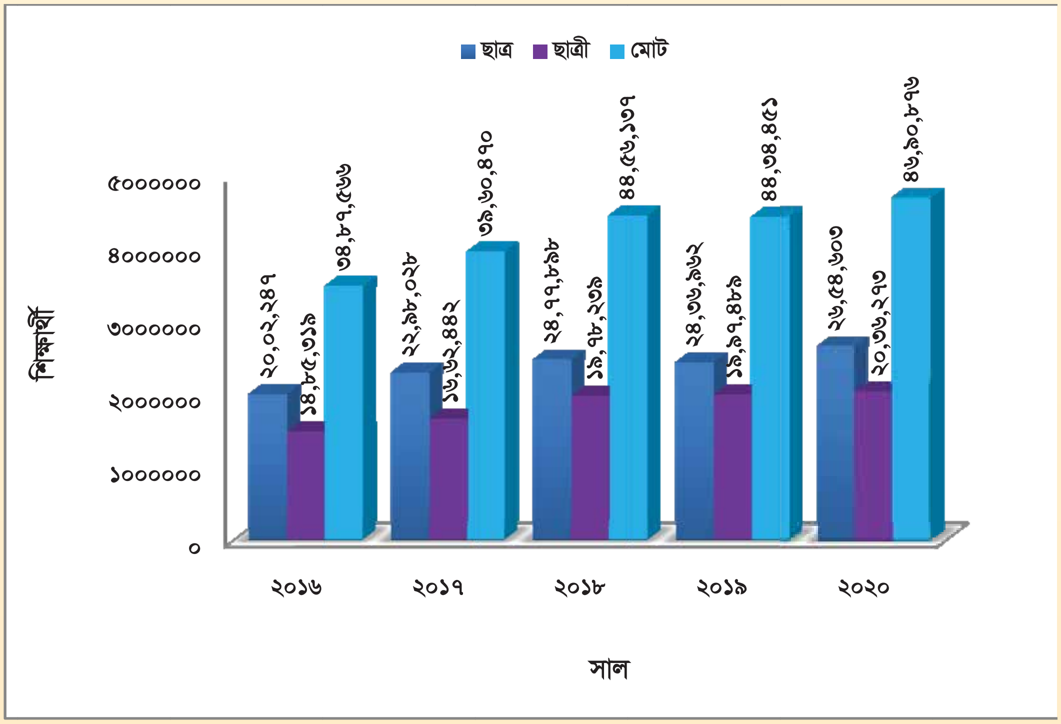

চিত্র ৭: পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের সর্বমোট শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

১৫. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

১৫.১. ২০২০ সালে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা

- **স্নাতক (পাস)/সমমান পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ৪,২৮,৯৮৬টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৪,০৪,২৯২ জন
- **স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ৫,৯৪,৬৩৭টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩,৯৪,৭৯৭ জন
- **মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ২,৫১,৫৯৪টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২,৫১,৫৯৪ জন
- **এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/স্যার্টিফিকেট পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ৭৮,৩০৪টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৭৮,৩০৪ জন
- **স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান, মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি, এমফিল/ পিএইচডি/সমমান পর্যায়ে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ১৩,৫৩,৫২১টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১১,২৮,৯৮৭ জন

১৫.২. ২০২০ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা

- **স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ৩৯,৪০৫টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩২,৯৪৩ জন
- **মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ২০,৩১২টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১৬,০৭০ জন
- **এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/স্যার্টিফিকেট পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ৪,৪৬৮টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩,১৮৭জন

- **স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান, মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি, এমফিল/পিএইচডি/সমমান পর্যায়ে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়ে**
  আসন সংখ্যা: ৬৪,১৮৫টি
  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫২,২১১ জন

১৫.৩. ২০২০ সালে ৫০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান, মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি, এমফিল/পিএইচডি/সমমান পর্যায়ে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়েঃ

সর্বমোট আসন সংখ্যা: ১৪,১৭,৭০৬টি
ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১১,৮১,১৯৮ জন

১৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

২০২০ সালে সর্বমোট আসন সংখ্যা : ২,৭৭,৩৫৫টি
২০২০ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ৯৯,৭৭১ জন
ছাত্র সংখ্যা: ৬৯,৫৩৮ জন
ছাত্রী সংখ্যা: ৩০,২৩৩ জন

- **স্নাতক (পাস)**
  স্নাতক (পাস) পর্যায়ে আসন সংখ্যা: ১,১৬০টি
  স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫৭৮ জন
  ছাত্র সংখ্যা: ৪০১ জন
  ছাত্রী সংখ্যা: ১৭৭ জন
- **স্নাতক (সম্মান)**
  স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে আসন সংখ্যা: ১,৮৬,৮৯৯টি
  স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৭৪,১০৬ জন
  ছাত্র সংখ্যা: ৫১,৯৭৩ জন
  ছাত্রী সংখ্যা: ২২,১৩৩ জন
- **স্নাতকোত্তর**
  স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসন সংখ্যা: ৮৯,২৯৬টি
  স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২৩,১৬০ জন
  ছাত্র সংখ্যা: ১৫,৭৮৮ জন
  ছাত্রী সংখ্যা: ৭,৩৭২ জন

১৭. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষণা ব্যয় ও প্রকাশনার পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকাশনা সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট			
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৩৯৪৯	১৫৪৩৪	৩৯৩৮৩	১৬৬৩	৭৫৮	২৪২১	৬৬১.১৯	৪৪৫	১:১৬
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৪৩০৯	১৩৯৮২	৩৮২৯১	৮৬০	২৩৭	১০৯৭	৪৪০.০০	১৮৩	১:৩৫
৩.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫৫৭	৩৬৬২	৮২১৯	৪২৭	১৬৪	৫৯১	৬১৯.০০	১৬৮	১:০৭
৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯৭০	১৮৮১	৮৮৫১	৪৯৯	১৫৭	৬৫৬	২৩০	৪৯৫	১:১৪
৫.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৭৫৫২	৯৯৩১	২৭৪৮৩	১০০২	২৮৭	১২৮৯	৩০৪.২৭	৩৫১	১:২২
৬.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৯৭৪১	৭১৮৮	১৬৯২৯	৫২৪	২৩৩	৭৫৭	৩০০.০০	৫৮৫	১:২২
৭.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১০৮২৭	৫১৭০	১৫৯৯৭	৩৩৬	৬২	৩৯৮	৬৫.০০	০	১:৪০
৮.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৬৭৫	২৩৮৪	৮০৫৯	৪২৯	১৩২	৫৬১	৪০০.০০	২২৩	১:১৪
৯.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৪২৪৮	৩০৯০	৭৩৩৮	৩৮২	১২৫	৫০৭	১৬০.০০	১২০	১:১৪
১০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	১২০২	১১৬৫	২৩৬৭	৩৩৯	১৪২	৪৮১	৩৪০.০০	৫৪০০	১:৩
১১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৮৬৯	১০১১	১৮৮০	১৫৯	৫৬	২১৫	৪৭৭.৪৩	৩৩৪	১:৯
১২.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯৮৪	৪৫৬৩	১১৫৪৭	২৪৭	৭৪	৩২১	১২৭.০৫	০১	১:৩৭
১৩.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩০০২	২১৮৬	৫১৮৮	১৭৬	৬৩	২৩৯	১১৯.৯৬	৯৯২	১:২২
১৪.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৩৩১	১০৯০	৩৪২১	২১৮	৩৫	২৫৩	১১০.৭১	২৪৮	১:১৪
১৫.	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৯৬৬	১৮০৪	৪৭৭০	২০২	১১৯	৩২১	৩৭৯.৩	৪২৯	১:১৫
১৬.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৭৫২	১২০২	৫৯৫৪	২২০	৭৬	২৯৬	৭৬.২৫	১০৩	১:২০
১৭.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫০০	১৩০৯	৫৮০৯	২৫৬	৫২	৩০৮	১৩৫.০০	৬৩৮	১:১৯
১৮.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮৪৭	১১০৩	৫৯৫০	৩২৬	৪৮	৩৭৪	৬৮.১৭	১০৩	১:১৬
১৯.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩১৭২	৩৩০	৩৫০২	২২০	৪০	২৬০	৬২.৫২	১৭৮	১:১৩
২০.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬৮৬	২৬৫৬	৭৩৪২	২৩৮	১০৮	৩৪৬	১৫০.০০	০২	১:২১
২১.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	১০৪৫৫	৬৫৮৩	১৭০৩৮	৪০৪	২৯১	৬৯৫	১১৬.৩৫	০৮	১:২৫
২২.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭৩	২৪৭৭	৬০৫০	১৭২	৮০	২৫২	৯৯.০৮	৩১৯	১:২৪
২৩.	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	৪৩৪৭	২৯১১	৭২৫৮	১৭৪	৭৪	২৪৮	৪৮.৭৯	-	১:২৯
২৪.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	৮৭৮	৬৬৯	১৫৪৭	৯৪	৪৩	১৩৭	৩৬৬.৩৪	৩৪১	১:১১

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকাশনা সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট			
২৫.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১২২৭	৯৩৮	২১৬৫	১৮৩	৬১	২৪৪	২৮২.৭৪	১৫০	১:০৯
২৬.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৭৬২	১৩৭৫	৪১৩৭	২২৭	৪৯	২৭৬	৬৯.৯২	০২	১:১৫
২৭.	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫১০	১৮৬৮	৫৩৭৮	১৪৩	৩২	১৭৫	৪৫.০০	২০৪	১:৩১
২৮.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	৬১৫০	৩৯৪৯	১০০৯৯	১৪১	৪৫	১৮৬	৭০.০০	০	১:৫৪
২৯.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	৪৯৬৮	৩২৩০	৮১৯৮	২৭০	১০২	৩৭২	৩৩০.১৯	১৬৫	১:২২
৩০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ	৭৮০৮	৩২৪৮	১১০৫৬	১৮৩	৮৯	২৭২	৪০.০০	২৬৫	১:৪১
৩১.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	২৪২১	৫২৭	২৯৪৮	১১৮	৫৪	১৭২	৪১.৫০	৬১	১:১৭
৩২.	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল	৫০৬৫	২৯২৫	৭৯৯০	১১৬	৭৫	১৯১	৫৩.০০	০২	১:৪২
৩৩.	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৮২	২০১	৫৮৩	১৮	১০	২৮	৩.৪৩	০	১:২১
৩৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	৪২৭	১৫৫	৫৮২	৩০	০৯	৩৯	৫০.৯৪	১২	১:১৫
৩৫.	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৬.	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৭.	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	২৬৪	১৬৩	৪২৭	১৭	১১	২৮	০	০	১:১৫
৩৮.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	১৩৮	৬০	১৯৮	১৩	১১	২৪	০	০	১:০৮
৩৯.	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়	১০৯	৯১	২০০	৯	৫	১৪	০	০	১:১৪
৪০.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১১৬	১০৫	২২১	৪৩	৩২	৭৫	০	০	১:০৩
৪১.	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪৭	১৫০	৪৯৭	৩০	৪	৩৪	১০	০৬	১:১৫
৪২.	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি	৬৫	১৩	৭৮	৩৫	৬	৪১	২.৮১	০	১:০৫
	৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট =	**২০২১৫১**	**১১২৭৭৯**	**৩১৪৯৩০**	**১১১৪৩**	**৪০৫১**	**১৫১৯৪**	**৬৮৫৫.৯৪**	**১২৫৩৩**	**১:২১**
৪৪.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১০৩	৩৪	১৩৭	৬৬	২০	৮৬	৩৬৩.৬৮	০	১:০২
৪৫.	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫০২৫৬	২৩৬১৮৬	৫৮৬৪৪২	৮৮	৫০	১৩৮	৭১	৫৭	১:৬৯*
৪৬.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	৬	২	৮	০	০	-
	মোট =	**৩৫০৩৫৯**	**২৩৬২২০**	**৫৮৬৫৭৯**	**১৬০**	**৭২**	**২৩২**	**৪৩৪.৬৮**	**৫৭**	**১:৪৩***
	৪৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট =	**৫৫২৫১০**	**৩৪৮৯৯৯**	**৯০১৫০৯**	**১১৩০৩**	**৪১২৩**	**১৫৪২৬**	**৭২৯০.৬২**	**১২৫৯০**	**১:৮৩**

১৭.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৫১)	৭৯৮৭৮	৯৫৪৩২	১৭৫৩১০	৫১০৩	৫৫৬৭	১০৬৭০	১:১৬
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৭)	১৭৯২	১৩৯৮	৩১৯০	২৬৪	৭০	৩৩৪	১:১০
৩.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (২৬)	৩৮৯৫	৪৬৪৭	৮৫৪২	১১০২	৫৫১	১৬৫৩	১:০৬
৪.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১২)	২৪৭৯	২৮৯৪	৫৩৭৩	৬৯১	৪৮৮	১১৭৯	১:০৫
৫.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১)	০	২৫৫	২৫৫	৭	১৪	২১	১:১২
৬.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (২২৫৭)	১৫৯৮৬৩৪	১৩৭৭১৭৯	২৯৭৫৮১৩	৭৬০৩৪	২৫৩০২	১০১৩৩৬	১:২৯
৭.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (৪৪)	৫১৭	৬২৯	১১৪৬	৩৩৯	১৪২	৪৮১	১:৩
৮.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১)	৩৩৫	৯০	৪২৫	২৩	৫	২৮	১:১৫
৯.	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (২)	২৬৫	১৪২	৪০৭	১৬	০৬	২২	১:১৯
১০.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (৫৬)	৫৯৮৯	৩৪৭৬	৯৪৬৫	৭৪৩	২২৮	৯৭১	১:১০
১১.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (৮)	৩১২৬	৬৭০	৩৭৯৬	২১৩	১৪	২২৭	১:১৭
১২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (২)	৫৮৯	৩১	৬২০	৭৫	৭	৮২	১:০৮
১৩.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (১৩৪৯)	১৬৯৩৯১	৯৫৭০৭	২৬৫০৯৮	১২১০২	২৪২১	১৪৫২৩	১:১৮
১৪.	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (৩০)	৯১১	১৪৮৫	২৩৯৬	১১০৫	৬১২	১৭১৭	১:০১
১৫.	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৩)	২৭০১	৪৮৮৭	৭৫৮৮	০	০	০	০
১৬.	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (১২)	৪০৬	৮৪৮	১২৫৪	৬৭৮	৪৯৮	১১৭৬	১:০১
	উপমোট =	**১৮৭০৯০৮**	**১৫৮৯৭৭০**	**৩৪৬০৬৭৮**	**৯৮৪৯৫**	**৩৫৯২৫**	**১৩৪৪২০**	**১:২৫**
	৪৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট=	**৫৫২৫১০**	**৩৪৮৯৯৯**	**৯০১৫০৯**	**১১৩০৩**	**৪১২৩**	**১৫৪২৬**	**১:৮৩**
	৪৬ টি (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট=	**২৪২৩৪১৮**	**১৯৩৮৭৬৯**	**৪৩৬২১৮৭**	**১০৯৭৯৮**	**৪০০৪৮**	**১৪৯৮৪৬**	**১:৩১**

১৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষণা ব্যয়, প্রকাশনা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক								মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়) প্রায়	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক					
		স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন				
১.	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	৫২	৫২	৪৮	২১	৯০	১২	১৯৭	২২	২৪৬৮৯	৬১৭.০০	৪৭৫	১:৪০
২.	ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগং	০২	০২	০৫	০২	২৫	০৭	৪২	০৫	১৫৬১	২৮.৩৬	৪২	১:১৭
৩.	ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	২৭	১০৫	২০	৫৩	২৮	৩২	১৪২	১১৬	৮১৪২	২১৬.৩৭	১৭৪	১:১৫
৪.	সেন্ট্রাল উইমেন'স ইউনিভার্সিটি	০১	০৩	০৩	০০	০৭	০৩	২৩	০৬	৫২৫	০.০০	১৫	১:১১
৫.	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি	৪২	০৫	২৫	০০	৭১	০০	১৪৮	০০	৬৪৩৫	৫৩.০০	১৫	১:২২
৬.	আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম	১৮	৩২	৫৫	১৭	১৪৭	১৫	৬৬	৫৪	৯১২৮	৭৯.০০	১৫৯	১:২২
৭.	আহছানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	৪২	৩৫	৪৫	২৫	১৭১	১৬	১৪৪	৫৩	৭৪৮০	৪৮.৪০	১৯৩	১:১৪
৮.	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ	২৬	০০	৪৪	০০	১৭৭	০০	১০০	০০	১০৭৩৮	৯৩০.৯৫	২৮১	১:২৬
৯.	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	২৪	৬০	১৯	২৬	৬৬	২০	১৮৮	১০	১২২৯১	১৩৫.২৩	১০০	১:৩০
১০.	ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক	২১	৩৬	২০	২১	১০৩	০৮	১১৩	০০	৫৮৪১	৪২.০০	২৫৭	১:১৭
১১.	গণ বিশ্ববিদ্যালয়	১১	০৯	০৯	০৫	৪৫	০১	৯৮	০৭	২৩১১	০.৪৪	৮৫	১:১২
১২.	দি পিপল'স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০১	০৭	০৪	০৫	২১	১২	১৭	২৩	২৪৮৪	০.০০	-	১:২৮
১৩.	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৬	০০	১০	০০	২৬	১২	৩৬	৪২	৪৬৫৫	৯.৫৭	১৭	১:৩৫
১৪.	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	১১	০৫	১৬	০৪	৪৪	১৩	৮২	১৭	৬০৩৩	১০.০০	৫৫	১:৩০
১৫.	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০৩	০৬	০৫	০২	৪৬	০৬	২৯	১৬	২৫৪০	১০.৮৩	১৫৬	১:২২
১৬.	ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি	৪৬	৩৯	৪১	২২	৭০	৩৬	৩৮৫	১৩৭	১২২১৬	৫৫২৩.৬৩	৩৭৮	১:১৬
১৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	০২	১২	০৩	০২	২০	০০	১০১	১২	৪১০০	০.৭৮	৪৩	১:২৭
১৮.	লিডিং ইউনিভার্সিটি	০৪	০৫	০৯	০২	৪১	০১	৫১	০৯	৩০৩৮	২.৯৪	২৭	১:২৫
১৯.	বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০৩	১৯	০৬	০৩	২৮	০৩	৪৬	০০	৩১৩৬	০.০৯	৯৩	১:২৯
২০.	সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০৩	০৫	০১	০১	২৪	০০	১২	০০	৩৭২	০.২১	৩	১:০৭
২১.	ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ	২২	১৩	৪৭	০৫	৫৭	০৬	৬৬	১৬	২৪১৮	২৭.১৫	৩৮	১:১০
২২.	প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি	০৯	৩৩	০৬	১৩	৮০	২৫	১১৭	০৬	৫১৫২	৪.৭১	১৪	১:১৮
২৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি *	০৮	৪২	০৯	১৭	৪৫	৪২	১৫৫	২৯	৮৫১৯	১.২২	২১১	১:২৫
২৪.	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২০	০৩	৩৮	০৩	১৩১	০৪	৪৬৮	২৫	১৯৭৭৪	১২১৬.৯৬	২৮৯	১:২৯
২৫.	স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	১৪	২৯	২৬	১৫	১১৪	০৭	৮২	১৪	৫০৫৬	৩৪.৬১	২৯	১:১৬
২৬.	স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১২	৫৩	০৯	১৬	১৭	২৪	৫৬	১১	২১৯৫	৪৫.৮৩	৫০	১:১১

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক								মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়) প্রায়	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক					
		স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন				
২৭.	সিটি ইউনিভার্সিটি	০৬	০৬	০৯	০৩	৩৭	০২	১৬৫	০৪	৫৪৪১	৭.৩৮	৩৫	১:২৩
২৮.	প্রাইম ইউনিভার্সিটি	০৮	০২	০৮	০৪	১৮	০৪	৮২	০১	৩৭৩৬	৫.৩৮	২৮	১:২৯
২৯.	নর্দান ইউনিভাসিটি বাংলাদেশ	১২	২৯	০৭	১১	৩৯	৩৪	১৩১	৩৩	৭৩০৬	২৭.৪৬	৫৬	১:২৫
৩০.	সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	১০	১৯	০৩	০৩	৩৩	০৬	৮৯	০৫	২৪৫৭	৮.৩৮	২৮	১:১৫
৩১.	গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১১	১৪	১০	০৩	৩১	০৬	১৮১	৫০	৫৭০৫	৩৩.০০	২৩৮	১:১৮
৩২.	পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	০৩	০৬	০১	০০	১০	০৩	৬০	০৩	২০৭৪	২.৬২	১১	১:২৪
৩৩.	ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১৫	০২	০৬	০২	১৮	০১	১৫৩	০৮	৪২২২	১৪.১৬	২৭৪	১:২১
৩৪.	শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি	০৬	০৩	১২	০৪	৪৯	০৪	৬৩	২০	৩৭১৪	৮০.০০	১৬	১:২২
৩৫.	দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি	০২	০১	০২	০০	০২	০০	১০	০০	৪৬০	১৫.৫৪	১৮	১:২৭
৩৬.	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২৪	০৭	১৬	০৩	৬৮	০৫	৯০	০৩	৪৭৭১	৩০৮.৮০	১৬৬	১:২১
৩৭.	ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া	০১	০৮	০১	০১	১২	০৬	২৩	৩৬	১৭৪৯	২.৭০	৪৪	১:১৯
৩৮.	ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি	১০	১৪	১৩	০৯	৩৩	১০	৫৯	০৪	২৬৪৪	২.৪২	২৩	১:১৭
৩৯.	উত্তরা ইউনিভার্সিটি	১৯	১৪	১৬	০৯	৬১	২৩	১৬৩	১৬	৬৫৩১	৬০.৮৬	৩৪	১:২০
৪০.	মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি	১১	০০	০৭	০২	৩২	০৩	৫৫	০৪	১৭১৯	২২.৪৪	৩৬	১:১৫
৪১.	ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৩	১১	০০	০০	০১	০০	১৬	০৪	২৬৩	২.৫০	-	১:০৮
৪২.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি	১১	০৪	০৮	০৯	১১৮	০৭	১৩৮	১৮	৮৮৬৭	৪১.১৭	১২৮	১:২৮
৪৩.	প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি	০৪	০০	০৭	০৪	১৭	০৯	৩০	৯৯	১৮৭৭	০.২৬	১	১:১১
৪৪.	ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস	০৫	০১	০৫	০৫	৩৪	০৫	৭৩	০৫	২৮৯৮	৭.৯৭	৫১	১:২২
৪৫.	প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি	১০	০৯	১৩	০১	৫৭	০৮	১৫০	১৫	৩৭১৩	০.০০	২৮	১:১৪
৪৬.	রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা	০৫	০১	০৫	০০	০৮	০৪	১৯	০৪	১৬৮৭	৩.৬০	৩	১:৩৭
৪৭.	ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ	৪০	০৯	৩৬	১২	৫৩	১৯	৯২	৫৩	৪২০১	৮৩৭.৭৬	১৬২	১:১৩
৪৮.	অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৮	০৩	০১	০৩	২৫	০৪	৪০	০৩	১৫২৫	১.৩০	৭	১:১৮
৪৯.	বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	০৬	০০	০৫	০৩	৩২	০৫	২৫	০১	২১৮৪	০.০০	০	১:২৮
৫০.	আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০৭	০০	০১	০২	১৪	০২	৩১	০১	৯৩৪	১.৯৭	১০	১:১৬
৫১.	ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি	০২	১৬	০৪	০৬	২৩	০২	৪৭	০০	২১৪৩	৯.৩৫	৭৬	১:২০
৫২.	ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৫	০০	০৬	০২	০৪	০৩	২৩০	১২	১৩১৫৯	৫৭.০০	৭	১:৫০
৫৩.	বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি	০৪	১৭	০২	০০	৪৩	০৭	৭৫	০০	৪২১৩	৮.০০	-	১:২৮
৫৪.	হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ	০৩	০২	০৮	০১	১৩	০৩	৪৭	০১	১০৪০	৪.১৯	৩৪	১:১৩
৫৫.	বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি	০৫	০৮	০৭	০৯	৫৯	১৭	৮৯	১৭	৬১৮৪	২৫.৭৮	৫৯	১:২৯

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক								মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়) প্রায়	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক					
		স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন				
৫৬.	নর্থ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ	০৩	০৩	০২	০৫	১৭	০১	১৭	০২	৮৪২	৫.৯০	-	১:১৭
৫৭.	ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৫	০০	০৫	০২	০১	০০	৪৬	০১	১৪৭৪	০.০০	-	১:২৫
৫৮.	ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	০৪	০১	০০	০২	০৫	০২	১৬	০১	৬০৬	০.৪৮		১:২০
৫৯.	জেড.এইচ. সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০১	০১	০০	০৫	০০	৪৭	০০	৭৫৪	০.০০	১০	১:১৪
৬০.	এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	০১	০০	০৩	০০	০৩	০০	৪৬	০০	৬৮১	১.০৫	০	১:১৩
৬১.	নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, খুলনা	০২	১৪	০০	১০	২৯	২০	৪৪	০৬	২৯৭৯	১০.৪১	০	১:২৪
৬২.	খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭	০৪	০২	০২	১৩	০৪	৫৬	০০	১১২২	৩.০০	০	১:১৩
৬৩.	সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি	১২	২৮	০৮	১১	২২	১৩	১৮৬	৪১	৬০৫৫	২৫৫.০৯	৩৫	১:১৯
৬৪.	ফেনী ইউনিভার্সিটি	০১	০৫	০১	০১	১২	০১	৩০	০৫	৯৪৩	০.৫৪	-	১:১৭
৬৫.	ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	০১	০৩	০২	০০	১৮	০৩	৬৬৩	০.০০	-	১:২৩
৬৬.	পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০২	২৮	০২	১১	১২	২৫	১৩৪	০১	৫৬৫৯	৭০.৪১	৩২	১:২৬
৬৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস	১৪	০৬	০৪	০৬	১৬	০৪	১৯	১১	১৩১৮	৮.২৬	১১৩	১:১৫
৬৮.	চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি	০৪	১৩	০৮	০৯	১৪	০৪	২২	০৮	১৭৪৫	৩২.৮০	-	১:২১
৬৯.	নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ	০৫	০৭	০৪	০৫	০৯	০১	২৫	০৩	১১৫৭	১.৯১	৩২	১:২০
৭০.	টাইমস্ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	০৪	০০	০০	০০	০১	০০	০৯	০০	৮২	৫.৪০	০	১:০৫
৭১.	নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০৭	০৮	০০	০২	০৯	০১	৪১	০০	১১৫২	০.০০	০	১:১৭
৭২.	ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০৪	০৭	০০	০৩	০৮	০২	৬৩	১৮	২৫৮৫	১৮.০০	০	১:২৪
৭৩.	রাজশাহী সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি	০৪	০৩	০৭	০২	০৭	০২	২৩	০৪	৬৯৩	১৭.০০	৪	১:১৩
৭৪.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউনিভার্সিটি	০৩	০৩	০২	০১	০৩	০২	৩৪	০১	৫৬১	৩.০০	৪০	১:১১
৭৫.	কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০০	০৭	০১	০০	০৪	০১	২৩	১৬	১২৩০	০.৪২	০	১:২৪
৭৬.	রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়	০২	০০	০৪	০০	১২	০০	২০	০০	৫৮৫	০.০০	০	১:১৫
৭৭.	জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০৩	০০	০০	০০	০৩	০০	২৫	০৪	৯৯৪	১.৩৬	০	১:২৮
৭৮.	গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০০	০০	০০	০০	০০	০৯	১৭	০৬	৬৫৮	০.০০	০	১:২১
৭৯.	সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৭	০৫	০০	০৫	০০	০৭	৩০	০৪	৭৫৫	১১.২০	০	১:১৩
৮০.	বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি (বিএইউএসটি), সৈয়দপুর	০৩	১৪	০৩	০৫	২২	০২	৭০	০২	২১০১	১.০৭	৩৫	১:১৭
৮১.	বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বিএইউইটি), কাদিরাবাদ	০১	১০	০৮	০৭	০৪	০০	৭৫	০১	১৪৬০	৯.২২	০	১:১৪
৮২.	বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএআইইউএসটি), কুমিল্লা	০০	০৩	০৭	০২	২৮	০১	৬০	০১	১১৬৩	০.৪৫	৬৩	১:১১

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক								মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়) প্রায়	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক					
		স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন				
৮৩.	দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স	০১	০৩	০১	০২	০৬	০৪	১৯	১৭	১১৩৭	০০.০০	০	১:২১
৮৪.	কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৫	০৪	০৩	০৩	০৩	০৩	২৭	১৯	১৩০০	৩.৭৮	০	১:১৯
৮৫.	এন. পি. আই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৩	০০	০৩	০০	০৩	০০	২১	০৩	১০১২	৪.৫০	৬	১:৩১
৮৬.	নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, খুলনা	০৫	১৮	০২	০৪	০৪	০৪	৫৮	০৬	২৯১৫	৭.২১	০	১:২৯
৮৭.	রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	০৮	০১	০০	০০	০২	০২	৩৬	০১	৫০৬	০০.০০	০	১:১০
৮৮.	ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, চট্টগ্রাম	০৬	০৬	০২	০৪	০৪	০৭	৪৯	১৫	১২৩৭	১৯.২০	০	১:১৩
৮৯.	সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	০৬	০১	০৩	০৪	১২	০৬	১৯	০৫	৩৩৩	০.০০	০	১:০৬
৯০.	রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০		০:০
৯১.	ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ	০৪	০০	০৪	০০	০৬	০০	৩৩	০০	৮১২	৫০.০০	০	১:১৭
৯২.	রূপায়ন এ. কে. এম শামসুজ্জোহা বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	০	০:০
৯৩.	আনোয়ার খান মডার্ণ ইউনিভার্সিটি	০৫	০২	০১	০১	০৯	০২	০৯	০১	৭১৬	০.০০	০	১:২৪
৯৪.	জেড.এন.আর.এফ ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস	০৬	০৪	০৩	০০	০৪	০০	১৮	০০	০০	০.০০	০	০:০
৯৫.	আহসানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	০	০:০
৯৬.	খুলনা খান বাহাদুর আহছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	০	০:০
৯৭.	বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়	০৪	০১	০১	০১	০১	০১	১৫	০২	১৩৮	০০.০০	০	১:০৫
৯৮.	শাহ মখদুম ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	০	০:০
৯৯.	ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, বরিশাল	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	০	০:০
১০০.	ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি	০১	০৪	০৫	০৫	০০	০৪	০৩	০৫	২৫১	০.০০	০	১:০৯
১০১.	ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১	০১	০০	০০	০১	০৪	০৭	০১	৪১	০.০০	০	১:০৩
১০২.	ইউনিভার্সিটি অব স্কিল এনরিচমেন্ট এন্ড টেকনোলজি	০১	০০	০২	০০	০০	০০	১০	০০	২৮	০.০০	০	১:০২
১০৩.	মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	০	০:০
১০৪.	আরটিএম আল-কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	০	০:০

১৯. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থীর শতকরা হার

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান	শিক্ষার্থীর শতকরা হার
১	৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত)	৭.২১
২	১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহ (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত)	৫.০৩
৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহ	৬৮.১৬
৪	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	১৩.৫
৫	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত মাদ্রাসা	৬.০৭

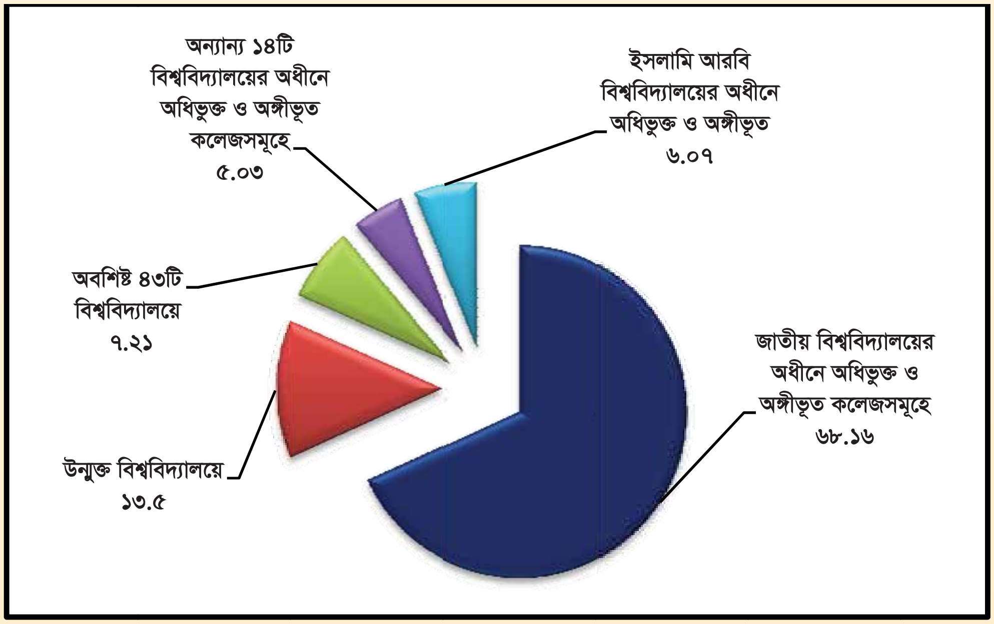

চিত্র ৮: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থীর শতকরা হার

২০. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার

সাল	শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০১১	৩৪	২১,৭০,৪৭২	+৪৩৩৫৮৫	+২৪.৯৬
২০১২	৩৪	১৮,৯০,৫৪৩	-২৭৯৯২৯	-১২.৯০
২০১৩	৩৪	২০,২০,৫৪৯	+১৩০০০৬	+৬.৮৭
২০১৪	৩৫	২৮,৪৯,৮৬৫	+৮২৯৩১৬	+৪১.০৪
২০১৫	৩৭	৩২,০৬,৪৩৫	+৩৫৬৫৭০	+১২.৫১

সাল	শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০১৬	৩৭	৩১,৫০,৪০৯	-৫৬০২৬	-১.৭৫
২০১৭	৩৭	৩৬,০৬,১৩৭	+৪৫৫৭২৮	+১৪.১৩
২০১৮	৪০	৪০,৯৪,৩৪৫	+৪৮৮২০৮	+১১.৯২
২০১৯	৪৬	৪০,৮৫,২৯১	-৯০৫৪	-০.২২
২০২০	৫০	৪৩৬২১৮৭	+২৭৬৮৯৬	+৬.৩৫

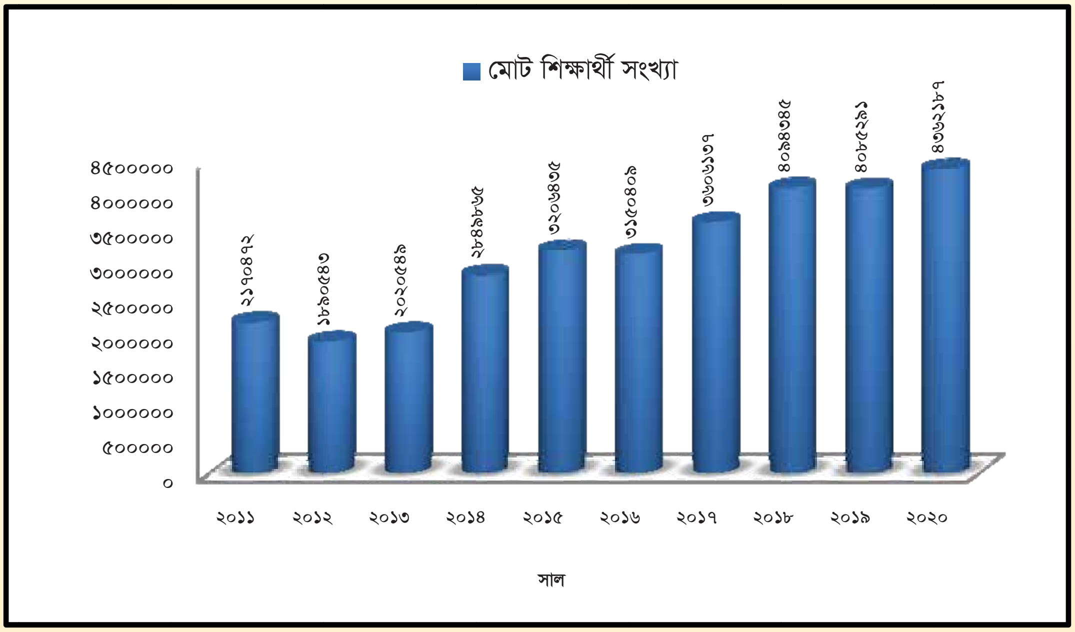

চিত্র ৯: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা

২১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার

সাল	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০১১	৫২	২,৮০,৮২২	+৬০০৭০	+২৭.২১
২০১২	৬০	৩,১৪,৬৪০	+৩৩৮১৮	+১২.০৪
২০১৩	৭৮	৩,২৮,৭৩৬	+১৪০৯৬	+৪.৪৮
২০১৪	৮০	৩,৩০,৭৩০	+১৯৯৪	+০.৬১
২০১৫	৮৫	৩,৫০,১৩০	+১৯৪০০	+৫.৮৭
২০১৬	৯৫	৩,৩৭,১৫৭	-১২৯৭৩	-৩.৭০
২০১৭	৯৫	৩,৫৪,৩৩৩	+১৭১৭৬	+৫.০৯

সাল	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০১৮	১০৩	৩,৬১,৭৯২	+৭৪৫৯	+২.১১
২০১৯	১০৫	৩,৪৯,১৬০	-১২৬৩২	-৩.৪৯
২০২০	**১০৭**	**৩,২৮,৬৮৯**	**-২০৪৭১**	**-৫.৮৬**

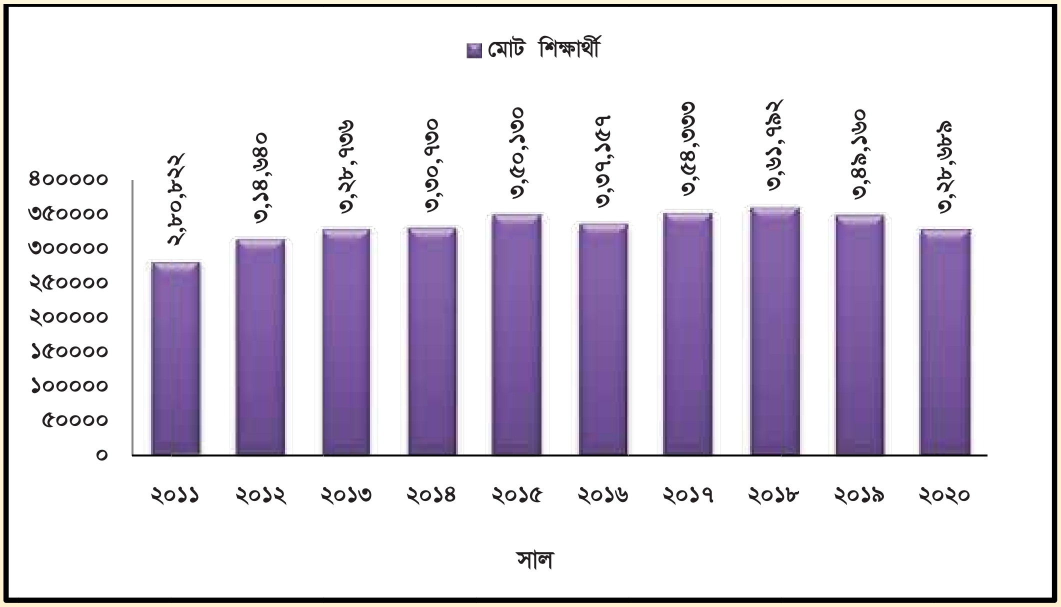

চিত্র ১০: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা

২২. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

বিষয়	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়								সর্বমোট	
	৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়		জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়		উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়		ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়			
	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার
কলা ও মানবিক	৪৪১৩১	১৪.০১	৯০৭৯৫২	৩০.৫১	৫২৮৩৬৬	৮৯.৬০	২৬৫০৯৮	১০০	১৭৪৫৫৪৭	৪২.১১
সামাজিক বিজ্ঞান	৫১৩৩০	১৬.৩	৯৯৩১৭১	৩৩.৩৭	০	০	০	০	১০৪৪৫০১	২৫.২০
শিক্ষা	৬৮৩৫	২.১৭	৬৯০০	০.২৩	২৫৫৭০	৪.৩৪	০	০	৩৯৩০৫	০.৯৫
চারুকলা	২৬২৮	০.৮৩	০	০	০	০	০	০	২৬২৮	০.০৬৩
বাণিজ্য	৪৫২৭৫	১৪.৩৮	৭৬৭৬১২	২৫.৮০	৮২৩৮	১.৪০	০	০	৮২১১২৫	১৯.৮১
আইন	৮৪৫৭	২.৬৯	০	০	১০৩৮	০.১৮	০	০	৯৪৯৫	০.২৩
ফার্মেসি	৯৯৪	০.৩২	০	০	০	০	০	০	৯৯৪	০.০২
বিজ্ঞান	৪১৩৫৭	১৩.১৩	২৮২৮৩৬	৯.৫০	০	০	০	০	৩২৪১৯৩	৭.৮২

বিষয়	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়								সর্বমোট	
	৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়		জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়		উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়		ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়			
	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার
জীববিজ্ঞান	২৩৪৪৯	৭.৪৫	০	০	০	০	০	০	২৩৪৪৯	০.৫৭
চিকিৎসা	৭০৫৯	২.২৪	০	০	০	০	০	০	৭০৫৯	০.১৭
কৃষি	২০৮৫৮	৬.৬২	০	০	১১৫৫৪	১.৯৬	০	০	৩২৪১২	০.৭৮
প্রকৌশল ও কারিগরি	৫৩৮৪৭	১৭.১০	৮৯৩৪	০.৩০	৬২২৭	১.০৬	০	০	৬৯০০৮	১.৬৬
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	৮৭১০	২.৭৭	৮৪০৮	০.২৮	৫৪২০	১.৫০	০	০	২২৫৩৮	০.৬৩
সর্বমোট:	**৩১৪৯৩০**	**১০০**	**২৯৭৫৮১৩**	**১০০**	**৫৮৬৪৪২**	**১০০**	**২৬৫০৯৮**	**১০০**	**৪১৪২২৮৩**	**১০০**

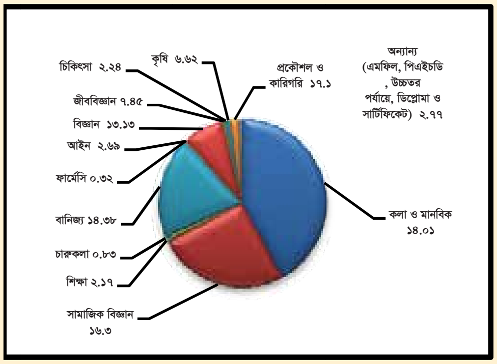

চিত্র ১১: জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থী হার

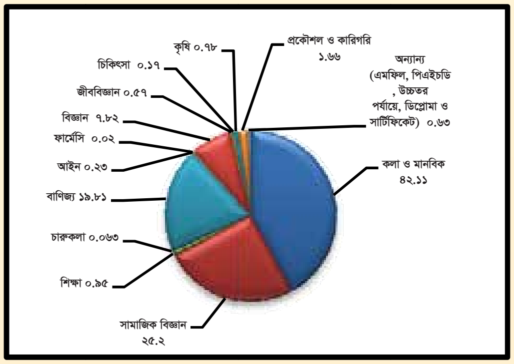

চিত্র ১২: ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত ৪৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার

২৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

বিষয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	
	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)
কলা ও মানবিক	৩৫,৩০৭	১০.৭৪
সামাজিক বিজ্ঞান	৯,৬৮৫	২.৯৫
শিক্ষা	১,৫১৬	০.৪৬
চারুকলা	৭৯৭	০.২৪
বিজ্ঞান	২২,০৬১	৬.৭১
জীববিজ্ঞান	৩,৭৬৫	১.১৫

বিষয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	
	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)
ব্যবসায় প্রশাসন/ব্যবসায় শিক্ষা	৭৮,৬২৪	২৩.৯২
আইন	২০,৩২৫	৬.১৮
ফার্মেসি	১১,৬০৮	৩.৫৩
কৃষি	১,৭৪৯	০.৫৩
প্রকৌশল ও কারিগরি	১,৩৮,৩১২	৪২.০৮
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	৪,৯৪০	১.৫১
সর্বমোট:	৩,২৮,৬৮৯	১০০.০০

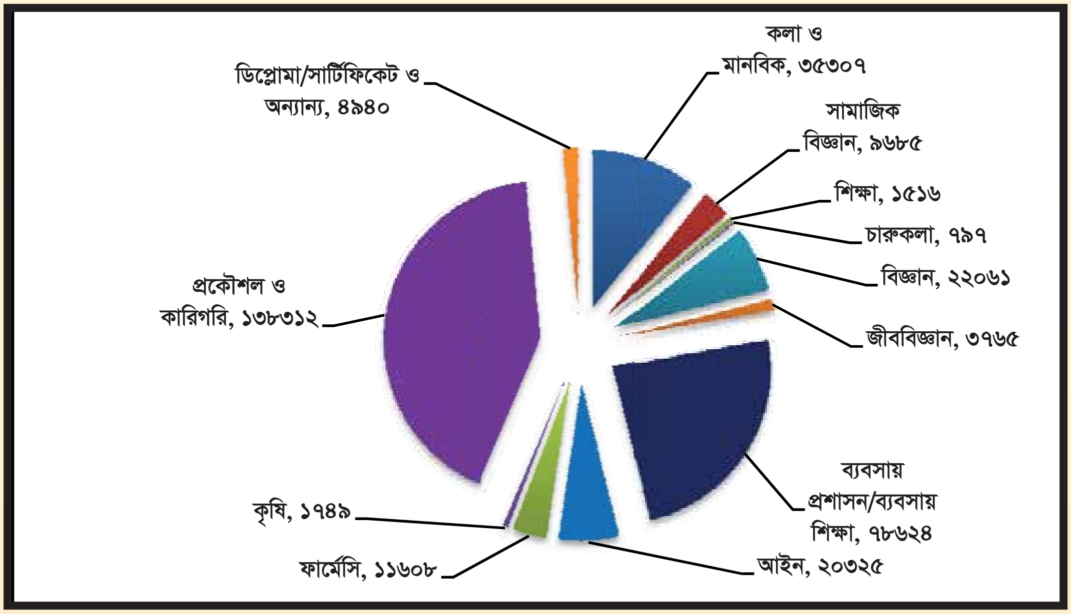

চিত্র ১৩: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

২৪. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

ডিগ্রির নাম	বিশ্ববিদ্যালয়				সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা
	৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	
স্নাতক (পাস)	৫২৫	১২,৬৩,৩১২	৫,৬৫,১৯৮	১,৬৯,৩৯১	১৯,৯৮,৪২৬
স্নাতক (সম্মান)	২,৪৪,৭৭২	১৪,৮৫,৯০৮	৪,৩৫৩	১২,৬২৫	১৭,৪৭,৬৫৮
স্নাতকোত্তর	৫৫,০৪১	২,১৮,৯৬৮	১৪,৯০৬	৮৩,০৮২	৩,৭১,৯৯৭
এমফিল	৩,০২১	১২৫	২৪	০	৩,১৭০
পিএইচডি	৩,৬৪৬	১২	৫	০	৩,৬৬৩
এফসিপিএস/এমডি/ ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	৭,৯২৫	৭,৪৮৮	১,৯৫৬	০	১৭,৩৬৯
সর্বমোট:	**৩,১৪,৯৩০**	**২৯,৭৫,৮১৩**	**৫,৮৬,৪৪২**	**২,৬৫,০৯৮**	**৪১,৪২,২৮৩**

* (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত)।

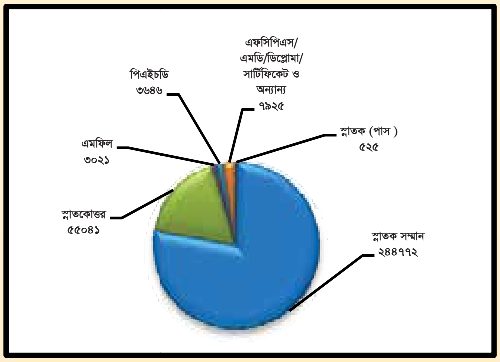

চিত্র: ১৪: অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

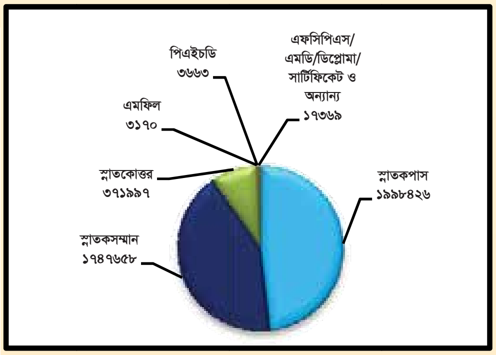

চিত্র: ১৫: ৪৬টি পাবলিক (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভুত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

২৫. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ডিগ্রির নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
স্নাতক (পাস)	২,৩৯৯
স্নাতক (সম্মান)	২,৮২,৩২৫
মাস্টার্স	৪২,০৮৭
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	২,০১৯
সর্বমোট:	৩,২৮,৬৮৯

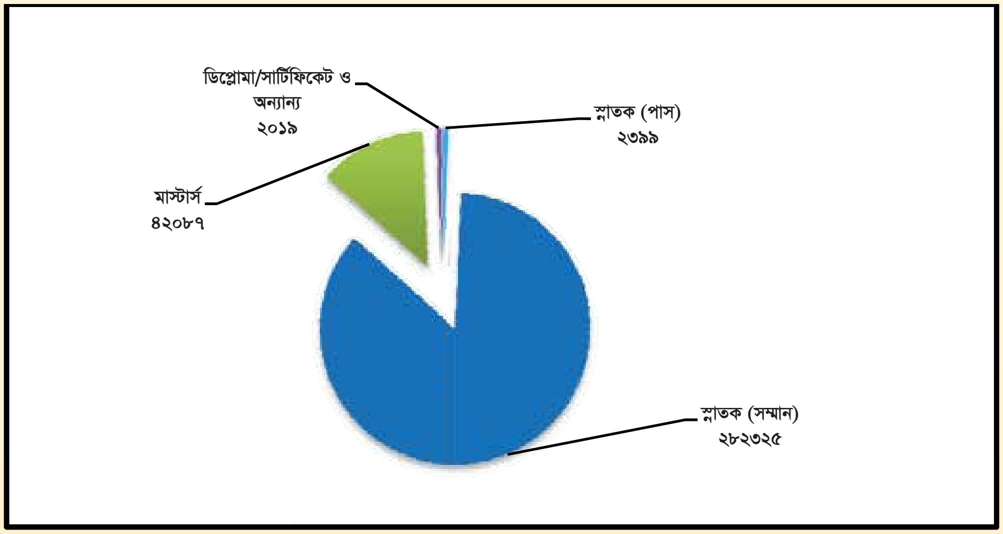

চিত্র ১৬: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

২৬. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার

বিভিন্ন পর্যায়ের ডিগ্রি	শতকরা হার				
	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
স্নাতক (পাস) পর্যায়ে	৭৪	৬৭	৭০	৫৯	৭০
স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে	৮৫	৮৬	৮০	৭৫	৯২
স্নাতক কারিগরি	৭১	৭৫	৮৪	৭৬	৮০
স্নাতকোত্তর	৯৩	৮১	৭৯	৮০	৯৪
স্নাতকোত্তর কারিগরি	৯৫	৯৫	৯৯	৯৩	৯২
এমফিল ও পিএইচডি (সমমান)	৮৫	৮০	৮০	৭৭	৬৮
ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট	৫৯	৭০	৬৫	৫১	৫৭

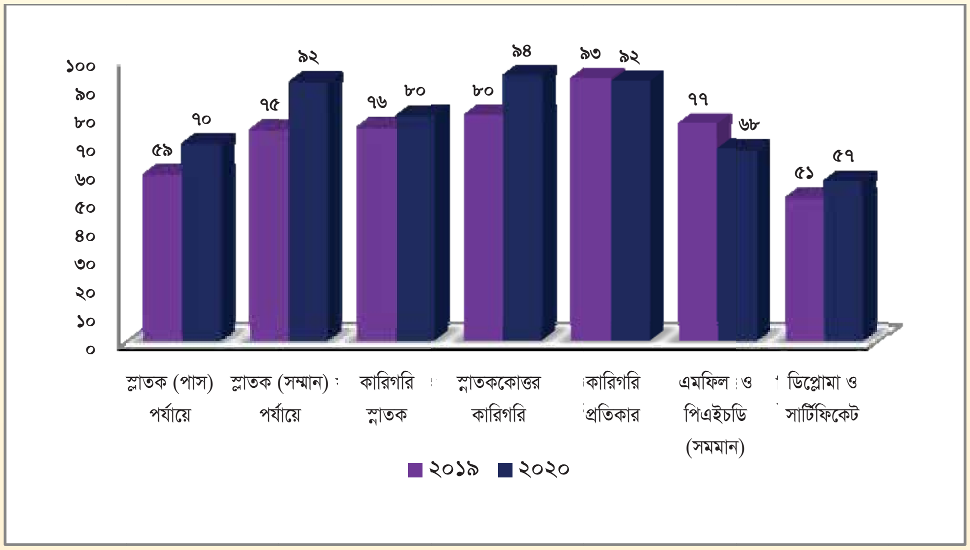

চিত্র ১৭: ২০১৯ ও ২০২০ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তুলনামূলক শতকরা হার

২৭. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার

বিভিন্ন পর্যায়ের ডিগ্রি	শতকরা হার				
	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	৭২.০৭	৭৩.১৯	৭২.২৯	৬১.৭১	৬৪.০৫
স্নাতক (সম্মান) (কারিগরি ও প্রযুক্তি)	২৭.০৭	২৬.০৪	২৬.৬৯	৩৬.৪৮	৩৪.৯০
স্নাতকোত্তর (কারিগরি ও প্রযুক্তি)	০.৮৬	০.৭৭	১.০২	১.৮১	১.০৫

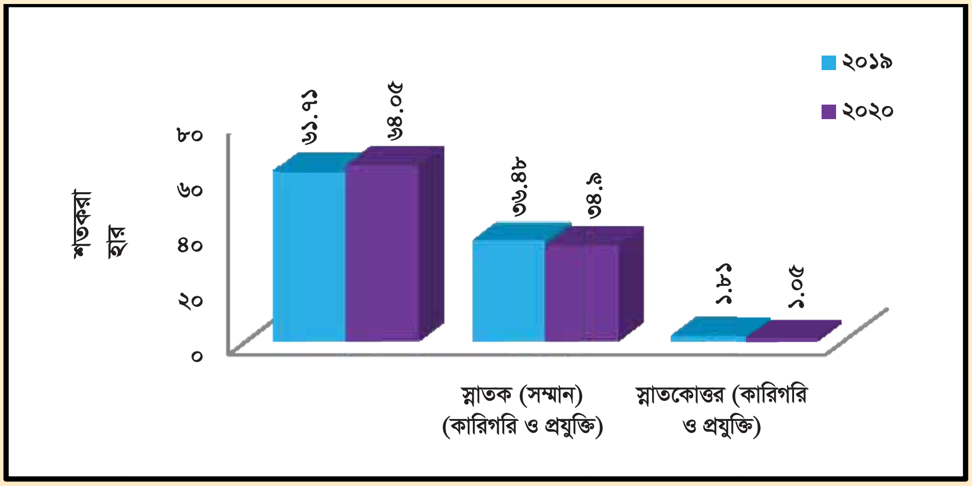

চিত্র ১৮: ২০১৯ ও ২০২০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তুলনামূলক শতকরা হার

২৮. ২০২০ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/অধিভুক্ত অঙ্গীভূত মাদ্রাসা ব্যতীত) ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক শিক্ষকের পরিসংখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক	
	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন
পাবলিক	৩,৯৮৩	৫১৫	২,৩৬৬	২১৫	৪,৮৩৮	৩৪২	২,৩৯৭	২৩৭
বেসরকারি	৮৪১	১,০৩২	৮৪৫	৫০৯	২,৯৫৪	৬৪৬	৬,৯১০	১,২৬৪

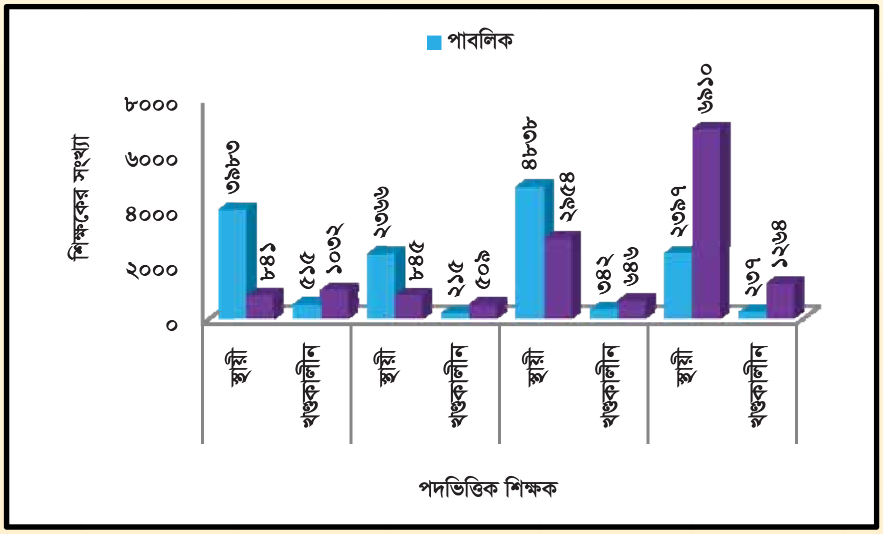

চিত্র ১৯: ২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক শিক্ষকের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

২৯. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক তুলনামূলক বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষকের পরিসংখ্যান

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার প্রায়)

সাল	অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক		অন্যান্য		মোট		সর্বমোট
	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	
২০১৬	৩৬৯৯ (২৮)	২২৬৩ (১৫)	২১০৮ (১৬)	১৪০৭ (৯)	৪৩৫৭ (৩৩)	৩৩৪৬ (২১)	২৭৩৬ (২১)	৭৮৪২ (৫০)	১৭২ (১)	৬১৩ (৫)	১৩০৭২	১৫৫৭১	২৮৬৪৩
২০১৭	৩৯০৬ (২৮)	২৪০৩ (১৫)	২১৭৫ (১৬)	১৪৪০ (৯)	৪৭৩৮ (৩৪)	৩৪৭৪ (২২)	২৭২৮ (২০)	৮১৩৬ (৫০)	২৫২ (২)	৫৭৪ (৪)	১৩৭৯৯	১৬০২০	২৯৮১৯
২০১৮	৪১৬০ (২৯)	২১৬৫ (১৩)	২৩২০ (১৬)	১৪০৭ (৯)	৪৯৪১ (৩৪)	৩৬৫৮ (২৩)	২৮০৩ (১৯)	৮৪৫২ (৫৩)	২০৮ (২)	৩৯২ (২)	১৪৫৫৬	১৬০৭৪	৩০৬৩০
২০১৯	৪৪৩২ (২৯)	২১১৩ (১৩)	২৫৪১ (১৬)	১৪০৩ (৯)	৫১৬১ (৩৩)	৩৬১১ (২২)	৩১৫১ (২০)	৮৪৭৩ (৫৩)	২৩৯ (২)	৪৭০ (৩)	১৫৫২৪	১৬০৭০	৩১৫৯৪
২০২০	৪৫২৮ (৩০)	১৮৭৩ (১২)	২৬৫৭ (১৭)	১৩৫৪ (৮)	৫২৮৩ (৩৪)	৩৬০০ (২৪)	২৬৭২ (১৭)	৮১৭৫ (৫৪)	২৮৬ (২)	২৭৬ (২)	১৫৪২৬	১৫২৭৭	৩০৭০৩

৩০. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা

সাল	পিএইচডি	শতকরা হার	এমফিল/সমমান	শতকরা হার	স্নাতক/স্নাতকোত্তর/অন্যান্য	শতকরা হার	মোট
২০১৬	৪,৩৮০	৩৫	৮৭০	৭	৭,২৮১	৫৮	১২,৫৩১
২০১৭	৪,৭৬৬	৩৫	৯৮৫	৭	৭,৮২৯	৫৮	১৩,৫৮০
২০১৮	৫,০১৫	৩৫	৭৬৬	৬	৮,৫৩৮	৫৯	১৪,৩২২
২০১৯	৫,৩৪৭	৩৪	৩,৩৮১	২২	৬,৭৯৬	৪৩	১৫,৫২৪
২০২০	৫,৬৫১	৩৭	৯৯৯	৭	৮,৭৭৬	৫৭	১৫,৪২৬

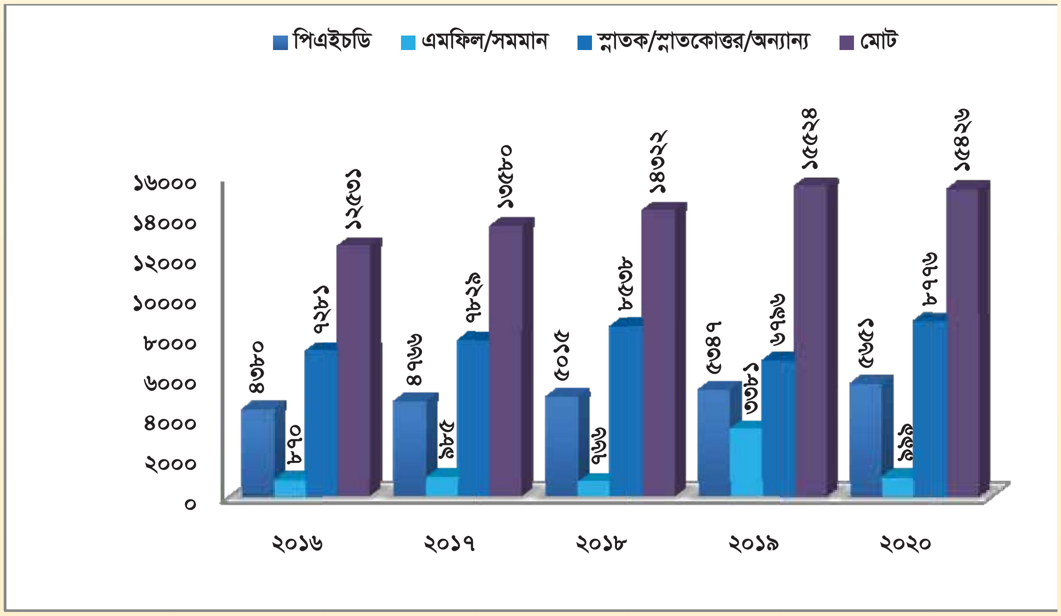

চিত্র ২০: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা

৩১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা

সাল	সর্বমোট শিক্ষক	পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক
২০১৬	১৫,৫৭১	৩,১৫৯
২০১৭	১৬,০২০	৩,৪১৬
২০১৮	১৬,০৭৪	৩,১২০
২০১৯	১৬,০৭০	৩,২০৯
২০২০	১৫,২৭৭	২,৯৫০

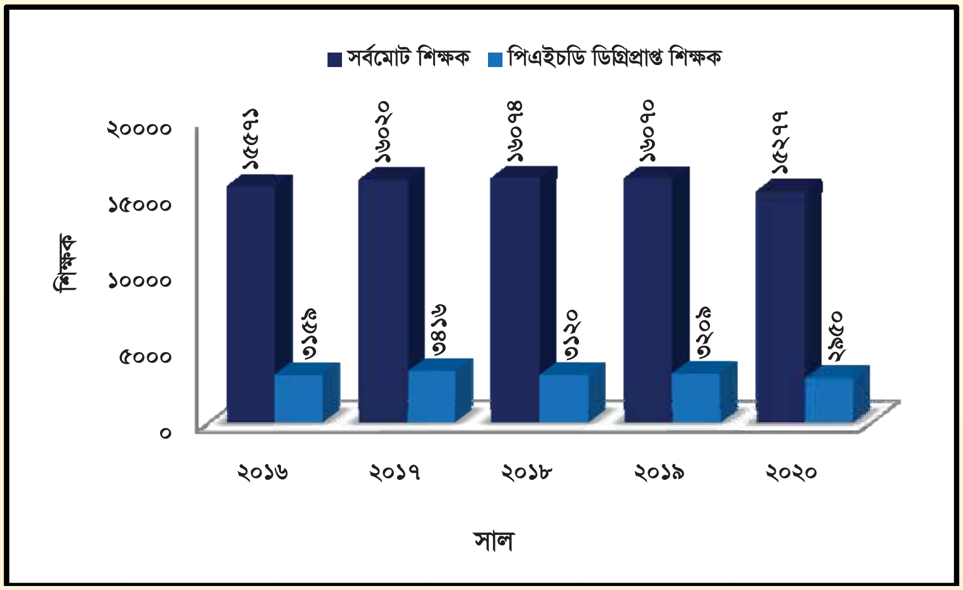

চিত্র ২১: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকের বিগত পাঁচ বছরের তুলনামূলক সংখ্যা

৩২. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক সংখ্যা

কলেজ ও মাদ্রাসা সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
৪,০২১	৯৮,৪৯৫	৩৫,৯২৫	১,৩৪,৪২০

৩৩. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত

বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৬			২০১৭			২০১৮			২০১৯			২০২০		
	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত
পাবলিক	১৩,০৭২	২,৬৪,০৮৪	১:২০	১৩,৫৮০	২,৮৩,৮৬৬	১:২১	১৪,৩২২	২,৮৪,৩২২	১:২০	১৫,২৯৩	২,৯৭,৯৫৭	১:১৯	১৫,৪২৬	৩,১৪,৯৩০	১:২০
বেসরকারি	১৫,৫৭১	৩,৩৭,১৫৭	১:২৬	১৬,০২০	৩,৫৪,৩৩৩	১:২২	১৬,০৭৪	৩,৬১,৭৯২	১:২৫	১৬,০৭০	৩,৪৯,১৬০	১:২২	১৫,২৭৭	৩,২৮,৬৮৯	১:২২

৩৪. ২০২০ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	সর্বমোট (শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা)	কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর অনুপাত
পাবলিক	৯,০১,৫০৯	১৫,৪২৬	৩৫,০৮৭	৯,৫২,০২২	১:২৬
বেসরকারি	৩,২৮,৬৮৯	১৫,২৭৭	১২,৫৮১	৩,৫৬,৫৪৭	১:২৬

৩৫. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপাত

বর্ষ	শিক্ষার্থী		কর্মকর্তা ও কর্মচারী		কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর অনুপাত (প্রায়)	
	*পাবলিক	বেসরকারি	*পাবলিক	বেসরকারি	*পাবলিক	বেসরকারি
২০১৬	২,৬৪,০৮৪	৩,৩৭,১৫৭	২৯,৪১০	১১,২৯০	১:৯	১:৩০
২০১৭	২,৮৩,৮৬৬	৩,৫৪,৩৩৩	২৯,৭২২	১২,০৪১	১:১০	১:২৯
২০১৮	২,৮৪,৩২২	৩,৬১,৭৯২	৩০,৫৬৮	১২,৯৬৯	১:১১	১:২৮
২০১৯	২,৯৭,৯৫৭	৩,৪৯,১৬০	৩১,৮৩৯	১৩,১৯৫	১:১০	১:২৬
২০২০	৩,১৪,৯৩০	৩,২৮,৬৮৯	৩২,৩৪০	১২,৫৮১	১:১০	১:২৬

* পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত)

৩৬. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত তিন বছরের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়

(টাকায়)

সাল	শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়	
	পাবলিক	বেসরকারি
২০১৮	১,৩৯,৭৯৯.১০	৭৭,৪৫১.২২
২০১৯	১,৪৯,৯৪০.৭৯	৭১,৫৩৬.০৫
২০২০	১,৫৫,২৯৮.৭১	৭১,৫৩৬.০৫

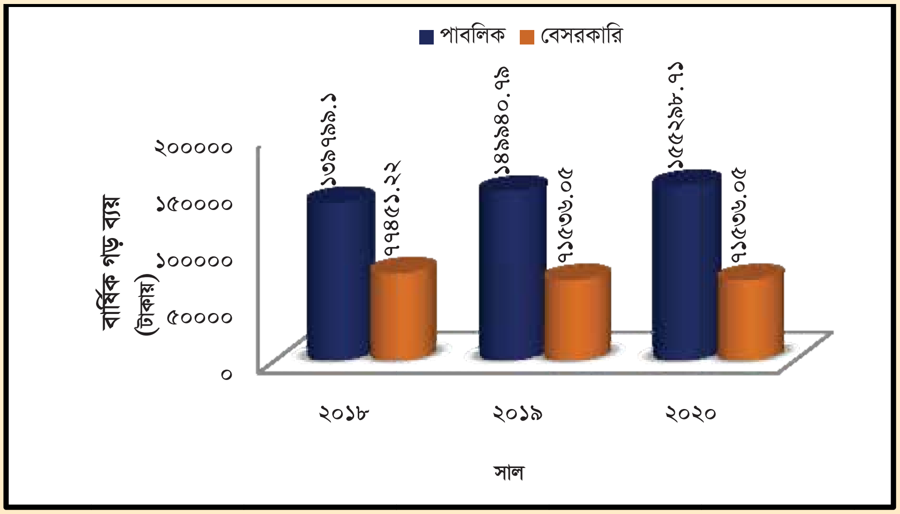

চিত্র ২২: পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়

৩৭. ২০২০ সালে ৪৬টি পাবলিক ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষার্থী	বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট হল/ ডরমিটরি সংখ্যা	আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী			শিক্ষক		সর্বমোট কর্মকর্তা-কর্মচারী	আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী		
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট	বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক	আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক		কর্মকর্তা	কর্মচারী (৩য় শ্রেণি)	কর্মচারী (৪র্থ শ্রেণি)
* পাবলিক	৩,১৪,৯৩০	২৩২	৬৩,৪৮১	৪২,৩০৬	১,০৫,৭৮৭	১৫,১৯৪	৩,৩২৪	৩২,৩৪০	১,১৯৬	১,৪৩১	১,৮২৮
বেসরকারি	৩,২৮,৬৮৯	১০৫	৭,০৪৯	৩,৮৮৮	১০,৯৩৭	১৫,২৭৭	৩৭৮	১২,৫৮১	২৪৪	৭৯০	

* জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত

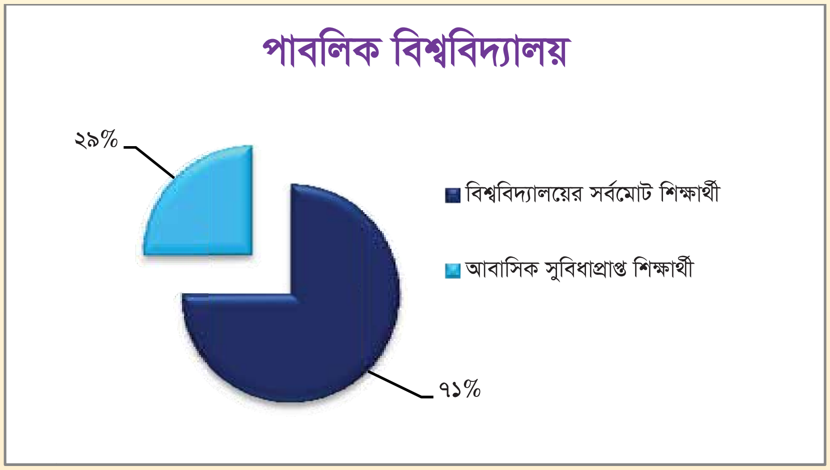

চিত্র ২৩: ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হার

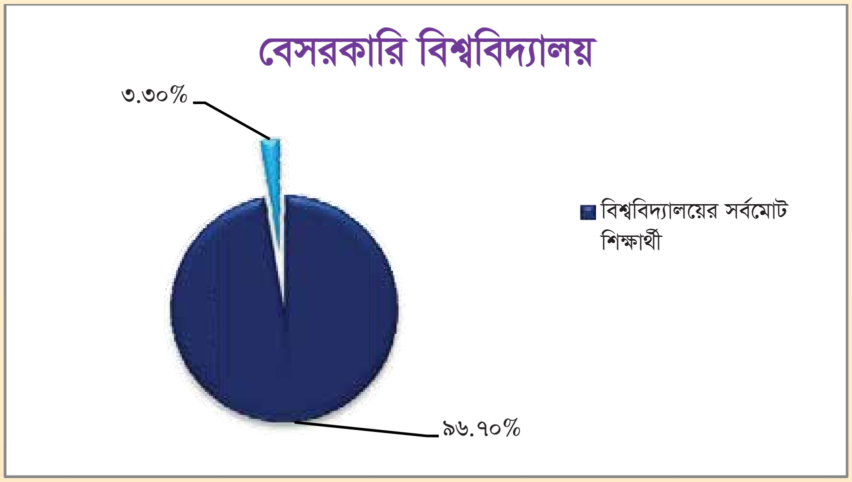

চিত্র ২৪: ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হার

৩৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য

জনসংখ্যা অনুপাতে দেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদার তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। সীমিত আসন সংখ্যা এবং জাতীয় শিক্ষা বাজেটে উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ ঘাটতি থাকার কারণে উচ্চশিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে ভারত, পাকিস্তান ও জাপানের আদলে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ জারি করে। পরবর্তীতে সংশোধিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮ এর ৩ নম্বর আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়।

দেশে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান আইন অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হওয়ায় তা রহিতক্রমে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়, যা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হওয়ার পর ১৮ জুলাই ২০১০ (৩রা শ্রাবণ ১৪১৭) তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং এর পরপরই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

৩৮.১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমতির শর্তাবলি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমতি পত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে:

(১) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) এবং অন্যূন ০৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করতে হবে;

(২) সাময়িক অনুমতির লক্ষ্যে কোনো প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তার শিক্ষাকার্যক্রম সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পূর্বানুমোদিত হতে হবে;

(৩) কোনো প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিভাগ, প্রোগ্রাম ও কোর্সের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে;

(৪) প্রারম্ভিক অবস্থায় একটি প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যূন তিনটি অনুষদ এবং উক্ত অনুষদের অধীন অন্যূন ছয়টি বিভাগ থাকতে হবে;

(৫) প্রতিটি অনুষদের বিপরীতে মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকতে হবে;

(৬) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট নিজস্ব বা ভাড়াকৃত ভবনে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কমন রুম এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো থাকতে হবে;

(৭) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সংরক্ষিত তহবিল (reserve fund) হিসাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অন্যূন ৫ (পাঁচ) কোটি, অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অন্যূন ৩ (তিন) কোটি এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ১.৫ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকা যেকোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা থাকতে হবে;

(৮) প্রারম্ভিকভাবে প্রস্তাবিত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যূন ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট নিজস্ব বা ভাড়াকৃত ভবনে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা যাবে। কিন্তু, অস্থায়ীভাবে স্থাপনের তারিখ হতে ৭ (সাত) বছরের মধ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ১ (এক) একর পরিমাণ এবং অন্যান্য এলাকার

জন্য অন্যূন ২ (দুই) একর পরিমাণ নিষ্কণ্টক, অখণ্ড দায়মুক্ত জমিতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থায়ীভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে হবে;

(৯) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ছয় ভাগ তন্মধ্যে শতকরা তিনভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শতকরা তিন ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণপূর্বক এই সকল শিক্ষার্থীকে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং প্রতি শিক্ষাবছরে অধ্যয়নরত এইরূপ শিক্ষার্থীর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে দাখিল করতে হবে;

(১০) প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করার নিমিত্ত শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদণ্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষার্থী ফি কাঠামো প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করবে;

(১১) প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করবে;

(১২) প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাধারণ তহবিল থাকবে এবং প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত সাধারণ তহবিলে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সংগৃহীত বেতন, ফি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা করে সেখান থেকে ব্যয় করবে।

৩৯. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস, স্থাপনা ও পরিচালনার বিগত দুই বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৯	২০২০
১.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস	২৪	২৯
২.	বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে নয় তবে ফাউন্ডেশনের নামের জমিতে অবকাঠামো এবং শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা	০২	০২
৩.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে আংশিক শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা	১৭	১৪
৪.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জমিতে নির্মিত ক্যাম্পাসে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা	০৩	০২
৫.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণাধীন	০৯	১০
৬.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ শুরু করে নাই	২০	২১
৭.	সরকার কর্তৃক বন্ধকৃত, তবে আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত	০২	০২
৮.	সরকার কর্তৃক নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায়	০২	০২

৪০. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য

(ক) আলোচ্য বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮,৬৭৪ জন, ৬০,৯০৪ জন এবং ১,৬৫,৯৮০ জন।

(খ) মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান; তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনায় রেখে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা যাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' এ মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর আওতায় আলোচ্য বছরে সর্বমোট ৫,৪৩৭ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচে অধ্যয়নরত আছে।

(গ) উচ্চশিক্ষার সুযোগ সর্বস্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' এ মোট আসনের শতকরা ৩ ভাগ দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করেছে। এর আওতায় আলোচ্য বছরে সর্বমোট ২০,৭৮৯ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী বিনাখরচে অধ্যয়ন করছে।

৪১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার পদে নিয়োগের পরিসংখ্যান

আলোচ্য বছরে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী অনুমোদিত ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যার মধ্যে ০৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি এবং কমিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ইবাইস ইউনিভার্সিটি, দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটির কোনো উপাত্ত সংযুক্ত করা হয়নি) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক উপাচার্য ৭৩ জন, উপ-উপাচার্য ২২ জন এবং ট্রেজারার ৫৪ জন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মাত্র ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার-এর তিনটি পদই পূরণ করেছে।

৪২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট

আলোচ্য বছরে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী অনুমোদিত ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে (যার মধ্যে ০৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি এবং কমিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ইবাইস ইউনিভার্সিটি, দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটির কোনো উপাত্ত আলোচ্য বছরে সংযুক্ত করা হয়নি) মাত্র ২৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বারা নিয়োগকৃত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা কার্যসম্পাদন শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ফার্ম মনোনয়ন পত্রসহ নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী কমিশনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য গঠিত পর্যবেক্ষণ (মনিটরিং) সেলে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে।

৪৩. ২০২০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার পরিসংখ্যান

আলোচ্য বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৯২৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভার মধ্যে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ৩৪০, সিন্ডিকেট ১৮৪, একাডেমিক কাউন্সিল ২০৭ এবং অর্থ কমিটি ১৯৬টি। উল্লেখ্য, বর্ণিত বছরে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ২৪টিতে সিন্ডিকেট, ১৯টিতে একাডেমিক কাউন্সিল এবং ২২টিতে অর্থ কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।